নূরানী, নাযিরা ও হিফয ছাত্রদের জন্য রচিত

নূরানী কায়দা ও দ্বীনিয়াত

১ এর ভিতর ৪

তাজভীদ, মাসায়িল
মাছনুন দোআ
নবীজীর হাদীস

মুফতী সাইফুল্লাহ কাছেমী

নূরানী কায়দা ও দ্বীনিয়াত

প্রকাশক ঃ
মুফতী সাইফুল্লাহ কাছেমী

গ্রন্থস্বত্ব ঃ
প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

পরিবেশনায় ঃ
কাছেমী কুরআন শিক্ষা একাডেমী

প্রকাশকাল ঃ
প্রথম মুদ্রণ : ডিসেম্বর-২০১০
দ্বিতীয় মুদ্রণ : জুলাই-২০১৪
তৃতীয় মুদ্রণ : নভেম্বর-২০১৫
চতুর্থ সংস্করণ : মে-২০২০

অক্ষর বিণ্যাস ঃ
মুফতী সাইফুল্লাহ কাছেমী
মোবাইল ঃ ০১৭১৫ ৩৭ ৩৫ ০২

হাদিয়া ঃ ৮০ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

মুফতী সাইফুল্লাহ কাছেমী
বাসা # ১১, রোড # ২৫
রূপনগর আবাসিক, মিরপুর, ঢাকা
মোবাইল ঃ ০১৭১৫ ৩৭ ৩৫ ০২

মাওলানা নাসের আহমদ
আশরাফিয়া লাইব্রেরী
হাবিব সুপার মার্কেট
(শাহ আলী মার্কেটের পিছনে)
রোড # ৩, মিরপুর-১০, ঢাকা

জনাব মোঃ সুমন
অংকুর লাইব্রেরী
মুক্তবাংলা মার্কেট
মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬

Nurani Qayda & Diniyat

Published by: Mufti Saifullah Qasemi, First Edition: December-2010
Secound Edition: July-2014, Third Edition: November-2015 & Forth Edition: May-2020, Mobile: 01715 37 35 02, Price: 80 Taka Only.

লেখকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا وَالصَّلٰوةُ عَلٰى اَشْرَفِ الْاَنْبِيَآءِ وَالسَّلَامُ عَلٰى اَصْحَابِهٖ جَمِيْعًا.

সকল বাবা-মায়ের বুক ভরা আশা- স্নেহের সন্তান দুনিয়াতে এসে আদর্শবান ও সু-নাগরিক হিসেবে বেড়ে উঠবে। অনেকে সন্তান গর্ভে থাকাবস্থায় সৎসন্তান লাভের দোআও করে থাকেন। সে বাবা-মা যখন সন্তানের লেখা-পড়ার বিষয়ে পদক্ষেপ নেন তখন যে ধরণের শিক্ষায় শিক্ষিত করলে আল্লাহ তাআলা রাজি-খুশি হবেন সে ধরণের শিক্ষা না দিয়ে দ্বীনহীন বা অফলপ্রসু শিক্ষায় দিক্ষিত করতে থাকেন। ফলে সন্তান ভুলে যায় তার রবকে, তার দীন-ইসলামকে। এমনকি ভুলে যায় মা-বাবাকেও। অসহায় বাবা-মা বৃদ্ধ বয়সে সন্তান থাকা সত্বেও সন্তানের কাছ থেকে আশানুরূপ ভাল আচরণ পাননা, বরং তাদের ঠাঁই হয় বৃদ্ধাশ্রমে। পক্ষান্তরে যে সন্তান হাফেয হয় কিংবা আলেম হয় সে তার বাবা-মায়ের আদর-যত্ন আর খেদমত করে জান্নাত পেতে চায়।

সুতরাং, আপনার সন্তানকে নীতিবান, আল্লাহভীরু, সু-নাগরিক ও পিতা-মাতার প্রতি আনুগত্যশীল হিসেবে পেতে চাইলে তাকে গড়তে হবে ইসলামী আদব-স্বভাবের আদলে। **সহি-সুদ্ধভাবে কুরআনুল কারীম** শিক্ষা দিতে হবে। সম্ভব হলে সন্তানকে কুরআনের হাফেয হওয়ার সৌভাগ্যবান বানাবে এবং নবীজীর মনোনীত জীবন-বিধানের আলোকে **দ্বীনিয়াত** শিক্ষা দিবে। আর এ উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখেই **"নূরানী কায়দা ও দ্বীনিয়াত"** নামক গ্রন্থটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

যদি কোন শিশু ছোটবেলা এ কিতাবটি ভালভাবে পড়ে থাকে এবং লেখা-পড়ার চূড়ান্ত পর্যায়ে সে আলেম না হয়ে ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিয়ার হয় তাহলেও নামায-রোযা সঠিকভাবে আদায়ের পাশাপাশি ইসলামী রীতিনীতির পরিপালনা করা তার পক্ষে খুবই সহজ হবে, ইনশা আল্লাহ।

এতে রয়েছে- 'হারদোই হযরত শাহ আবরারুল হক' (রহ) এর মনোনীত নূরানী কায়দার অনুকরণে সহজ-সরল বাংলা ভাষায় **তাজভীদের কাওয়ায়েদ/ নিয়মাবলী** এবং মুসলমান নর-নারীর বিভিন্ন পর্যায়ের আবশ্যকীয় **দ্বীনিয়াত** (মাসায়িল, দোআ ও হাদীস)।

সোনামণিদের সোনার মানুষ হিসেবে গড়তে হলে তাদের ছোট্ট বয়সেই যেসব মা-বাবা ও শিক্ষক-শিক্ষিকা পাঠদান করে থাকেন তাদের জন্য আমার কিছু কথা-

- বাবা-মা বাসা-বাড়িতে অবসরে বাচ্চাদের সহজ ভাষায় ইসলামী আদব-আখলাক এবং দোআগুলো শেখাবেন। প্রতি সপ্তাহে একটি বা দু'টি তাজভীদের নিয়ম, মাসআলা, দোআ ও হাদীস শিক্ষা দিলে বছর ঘুরে আসার আগেই পূর্ণ কিতাব শেখাতে পারবেন। আনন্দিত হবেন, আপনার ছেলে-মেয়েকে অল্প বয়সে ইসলামের অনেক কিছু শেখাতে পেরেছেন বলে।
- যে শিশুরা এখনো পড়তে শেখেনি তাদেরকে মুখে মুখে শেখাবেন। যেমনটি প্লে গ্রুপ বা মক্তবের শিশুদের শেখানো হয়।
- শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ ইসলামী আদব এবং দোআর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরবেন, তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করবেন, উৎসাহ দিবেন, সহজভাবে বুঝিয়ে দোআগুলো মুখস্থ করাবেন এবং আদব ও আমলের বাস্তব প্রয়োগ করবেন।

পাঠক বর্গের নিকট আমার আরযী, কিতাবটির কোথায়ও ভুল-ত্রুটি দৃষ্টি গোচর হলে আমাকে অবহিত করবেন।

হে আল্লাহ! মুসলিম শিশু-কিশোর তথা সর্বস্তরের লোকজনের জন্য আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন, আমীন.....।

মুফতী সাইফুল্লাহ কাছেমী

আরবী ২৯ হরফের নাম ও উচ্চারণ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ○ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ ○ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ ○ وَبِكَ نَسْتَعِيْنُ يَا مُسْتَعَانُ ○

الف ا	با ب	تا ت	ثا ث	جيم ج
حا ح	خا خ	دال د	ذال ذ	را ر
زا ز	سين س	شين ش	صاد ص	ضاد ض
طا ط	ظا ظ	عين ع	غين غ	فا ف
قاف ق	كاف ك	لام ل	ميم م	نون ن
واو و	ها ه	همزه ء	يا ي	

নুকতা ছাড়া হরফ ১৪টি ঃ	ا ح د ر ، س ص ط ع ، ك ل م ، و ه ء
নুকতা যুক্ত হরফ ১৫টি ঃ	ب ت ث ج خ ، ذ ز ش ض ظ ، غ ف ق ن ي

২২টি যুক্তাক্ষরের বিভিন্ন রূপ

بتثجحخسشصضطظعغفقكلمنهي

মূল হরফ, শব্দের শুরুর, শব্দের মাঝের, শব্দের শেষের ও একত্রে তিন হরফের রূপ।

পূর্ণ হরফ	শুরুর হরফ	মাঝের	শেষের	একত্রে তিন হরফ
ب	بـ با بو بي	ـبـ	ـب	بـبـب
ت	تـ تا تو تي	ـتـ	ـت	تـتـت
ث	ثـ ثا ثو ثي	ـثـ	ـث	ثـثـث
ج	جـ جا جو جي	ـجـ	ـج	جـجـج
ح	حـ حا حو حي	ـحـ	ـح	حـحـح
خ	خـ خا خو خي	ـخـ	ـخ	خـخـخ
س	سـ سا سو سي	ـسـ	ـس	سـسـس
ش	شـ شا شو شي	ـشـ	ـش	شـشـش
ص	صـ صا صو صي	ـصـ	ـص	صـصـص
ض	ضـ ضا ضو ضي	ـضـ	ـض	ضـضـض
ط	طـ طا طو طي	ـطـ	ـط	طـطـط
ظ	ظـ ظا ظو ظي	ـظـ	ـظ	ظـظـظ

একত্রে তিন হরফ	শেষের	মাঝের	শুরুর হরফ	পূর্ণ হরফ
عـعـع	ـع	ـعـ	عـ عا عو عي	ع
غـغـغ	ـغ	ـغـ	غـ غا غو غي	غ
فـفـف	ـف	ـفـ	فـ فا فو في	ف
قـقـق	ـق	ـقـ	قـ قا قو قي	ق
كـكـك	ـك	ـكـ	كـ كا كو كي	ك
لـلـل	ـل	ـلـ	لـ لا لو لي	ل
مـمـم	ـم	ـمـ	مـ ما مو مي	م
نـنـن	ـن	ـنـ	نـ نا نو ني	ن
هـهـه	ـه	ـهـ	هـ ها هو هي	ه
يـيـي	ـي	ـيـ	يـ يا يو يبي	ي

বাকী ৭টি হরফ মুরাক্কাব হয় না। د ذ ر ز و ء ا

দাল, যাল, রা, যা, ওয়াও হামযাহ, আলিফ

دا ذا را زا وا ءا اا دو ذو رو زو وو ءو او دي ذي ري زي وي ءي اي

দুই, তিন, চার ও পাঁচ হরফ বিশিষ্ট যুক্তাক্ষর

لا	لج	كب	كم	كو	كے
بس	نس	يس	تس	ثس	ثش
ثج	تح	نخ	يح	بج	تخ
بع	تع	نع	يغ	ثغ	يع
نم	بم	تم	ثم	يم	لم
جد	خذ	جر	خز	ير	تز
يد	تذ	نر	مز	ند	سذ
حب	خب	جب	حت	خث	حث
جح	حخ	خج	خح	خخ	حع
مع	ظل	له	حم	هم	يف
بة	يه	ته	له	كه	به
نبن	بنن	تين	يتن	ثثن	نين
نبل	تنل	بيل	يتل	ثثل	فقل
تبت	لهب	وتب	عنه	فيم	جيم

صلح	خلص	عنك	لعن	شفة	تجد
فتح	نعت	يصل	خبر	كسب	نصر
سعد	يسر	نفس	طلب	مطر	علم
بلب	تكث	تحت	يجب	يهب	بهم
ليم	لون	بيم	تيم	جيم	ديم
نهلك	فسهم	بسفه	لكنت	تسكن	فضحك
ينفعك	يستيق	للمتقي	نجعله	للعلمين	يفعلون
تفعلون	يعملون	تعملون	متقين	مؤمنين	محبين

পরীক্ষা

পাঠক এক একটি হরফ ভিন্ন ভিন্ন বলবে। যেমন ঃ আলিফ লাম হা মীম দাল, ইত্যাদি.....।

الحمد لله رب العلمين ○ قل اعوذ برب الناس ○
قل اعوذ برب الفلق ○ قل هو الله احد ○
تبت يدا ابى لهب وتب ○ اذا جاء نصر الله والفتح ○
قل يا ايها الكافرون ○ انا اعطينك الكوثر ○
ارأيت الذي يكذب بالدين ○ لايلف قريش ○
الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل ○

-ঃ মাখরাজ ঃ-

হরফের উচ্চারণের স্থানকে মাখরাজ বলে। আরবী হরফ ২৯টি মাখরাজ ১৭টি।

১ নম্বর মাখরাজ ঃ হলকের (গলার) শুরু হতে- হামযাহ, হা	ء ه
২ নম্বর মাখরাজ ঃ হলকের (গলার) মধ্যখান হতে- আঈন, হা	ع ح
৩ নম্বর মাখরাজ ঃ হলকের (গলার) শেষ হতে- গঈন, খ	غ خ
৪ নম্বর মাখরাজ ঃ জিহ্বার গোড়া তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে- (দুই নুকতা ওয়ালা কৃফ)	ق
৫ নম্বর মাখরাজ ঃ জিহ্বার গোড়া থেকে একটু আগে বাড়িয়ে তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে- (মধ্যখান পেচানো) কাফ	ك
৬ নম্বর মাখরাজ ঃ জিহ্বার মধ্যখান তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে- জীম, শীন, ইয়া	ي ش ج
৭ নম্বর মাখরাজ ঃ জিহ্বার গোড়ার কিনারা উপরের মাড়ির দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগিয়ে- দ্বদ	ض
৮ নম্বর মাখরাজ ঃ জিহ্বার আগার কিনারা সামনের উপরের দাঁতের মাড়ির সঙ্গে লাগিয়ে- লাম	ل
৯ নম্বর মাখরাজ ঃ জিহ্বার আগা তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে- নূন.	ن
১০ নম্বর মাখরাজ ঃ জিহ্বার আগার পিঠ তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে- র	ر
১১ নম্বর মাখরাজ ঃ জিহ্বার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগিয়ে- ত্ব, দাল, তা	ت د ط
১২ নম্বর মাখরাজ ঃ জিহ্বার আগা সামনের নিচের দুই দাঁতের পেট ও আগার সঙ্গে লাগিয়ে- ছদ, সীন, যা	ز س ص
১৩ নম্বর মাখরাজ ঃ জিহ্বার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগিয়ে- য, যাল, ছা	ث ذ ظ
১৪ নম্বর মাখরাজ ঃ নিচের ঠোঁটের পেট সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগিয়ে- ফা	ف
১৫ নম্বর মাখরাজ ঃ দুই ঠোঁট হতে ওয়াও, বা, মীম উচ্চারিত হয়.....	م ب و
১৬ নম্বর মাখরাজ ঃ মুখের খালি জায়গা হতে- মাদের হরফ পড়া যায়	بِيْ بُوْ بَا
১৭ নম্বর মাখরাজ ঃ নাকের বাঁশি হতে- গুন্নাহ উচ্চারিত হয়	عَمَّ اِنَّ

যবর, যের, পেশ, জযম ও তাশদীদের বর্ণনা

যবরের পরিচয় (ـَ)

উপরে কোনাকোনি চিহ্নকে যবর বলে। যবর একটি হরকত। হরকতের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করতে হয়। যবরের উচ্চারণ বাংলায় আকার বিশিষ্ট অক্ষরের মতো হয়, কিন্তু ৮টি হরফের উচ্চারণে আ-কার হবে না। যেমন ঃ

قَ ক্ব	غَ গ	ظَ য	طَ ত্ব	ضَ দ্ব	صَ ছ	رَ র	خَ খ

আলিফে যবর, যের, পেশ ও জযম হলে ঐ আলিফকে হামযাহ্ বলে।

خَ	حَ	جَ	ثَ	تَ	بَ	اَ=ءَ
صَ	شَ	سَ	زَ	رَ	ذَ	دَ
قَ	فَ	غَ	عَ	ظَ	طَ	ضَ
يَ	هَ	وَ	نَ	مَ	لَ	كَ

উদাহরণ

كَسَبَ	عَبَدَ	وَدَعَ	دَرَسَ
سَجَدَ	وَجَدَ	بَلَغَ	دَخَلَ
صَبَرَ	فَتَحَ	ضَرَبَ	كَتَبَ

যেরের পরিচয় (ِ)

নিচে কোনাকোনি চিহ্নকে যের বলে। যের একটি হরকত। হরকতের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করতে হয়। যেরের উচ্চারণ বাংলায় ই-কার বিশিষ্ট অক্ষরের মতো হয়। যেমন ঃ বা যের বি, তা যের তি, ছা যের ছি।

আলিফে যবর, যের, পেশ ও জযম হলে ঐ আলিফকে হামযাহ বলে।

خِ	حِ	جِ	ثِ	تِ	بِ	اِ=ءِ
صِ	شِ	سِ	زِ	رِ	ذِ	دِ
قِ	فِ	غِ	عِ	ظِ	طِ	ضِ
يِ	هِ	وِ	نِ	مِ	لِ	كِ

উদাহরণ

بِعِثِ	بِتِثِ	فِلِمِ	اِبِلِ
سِقِمِ	سِرِفِ	جِسِمِ	جِرِفِ
مِرِدِ	نِفِصِ	نِسِطِ	شِخِرِ

পেশের পরিচয় (ُ)

উপরে এক মাথা গোল চিহ্নকে পেশ বলে। পেশ একটি হরকত। হরকতের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করতে হয়। পেশের উচ্চারণ বাংলায় উ-কার বিশিষ্ট অক্ষরের মতো হয়। যেমন ঃ বা পেশ বু, তা পেশ তু।

আলিফে যবর, যের, পেশ ও জযম হলে ঐ আলিফকে হামযাহ বলে।

خُ	حُ	جُ	ثُ	تُ	بُ	اُ = ءُ
صُ	شُ	سُ	زُ	رُ	ذُ	دُ
قُ	فُ	غُ	عُ	ظُ	طُ	ضُ
يُ	هُ	وُ	نُ	مُ	لُ	كُ

উদাহরণ

نُفُسُ	صُحُفُ	سُدُسُ	رُسُلُ
لُعُبُ	نُصُرُ	فُقُدُ	لُبُنُ
حُشُرُ	نُشُرُ	نُكُسُ	كُرُمُ

হরফের উচ্চারণের পার্থক্য

যবর দ্বারা

فَ	نَ	بَ	يَ	ءَ	عَ	اَ
ذَ	جَ	صَ	سَ	ثَ	طَ	تَ
كَ	قَ	خَ	هَ / هَ	حَ	ظَ	زَ
قَ	غَ	خَ	شَ	سَ	ضَ	دَ

যের দ্বারা

فِ	نِ	بِ	يِ	ءِ	عِ	اِ
ذِ	جِ	صِ	سِ	ثِ	طِ	تِ
كِ	قِ	خِ	هِ / هِ	حِ	ظِ	زِ
قِ	غِ	خِ	شِ	سِ	ضِ	دِ

পেশ দ্বারা

فُ	نُ	بُ	يُ	ءُ	عُ	اُ
ذُ	جُ	صُ	سُ	ثُ	طُ	تُ
كُ	قُ	خُ	هُ / هُ	حُ	ظُ	زُ
قُ	غُ	خُ	شُ	سُ	ضُ	دُ

জযমের পরিচয় (^ ○ ۡ)

উপরে মাথা বাকা চিহ্নকে জযম বলে। জযম ওয়ালা হরফ তার ডান পাশের হরকতের সঙ্গে একত্রে এক বার পড়া যায়। উপরে বর্ণিত জযম এর তিনটি চিহ্নই প্রচলিত আছে।

আলিফে যবর, যের, পেশ ও জযম হলে ঐ আলিফকে হামযাহ বলে।

بَجْ بِجْ بُجْ	بَثْ بِثْ بُثْ	بَتْ بِتْ بُتْ	اَبْ اِبْ اُبْ
بَذْ بِذْ بُذْ	بَدْ بِدْ بُدْ	بَخْ بِخْ بُخْ	بَحْ بِحْ بُحْ
بَشْ بِشْ بُشْ	بَسْ بِسْ بُسْ	بَزْ بِزْ بُزْ	بَرْ بِرْ بُرْ
بَظْ بِظْ بُظْ	بَطْ بِطْ بُطْ	بَضْ بِضْ بُضْ	بَصْ بِصْ بُصْ
بَقْ بِقْ بُقْ	بَفْ بِفْ بُفْ	بَغْ بِغْ بُغْ	بَعْ بِعْ بُعْ
بَنْ بِنْ بُنْ	بَمْ بِمْ بُمْ	بَلْ بِلْ بُلْ	بَكْ بِكْ بُكْ
بَيْ بِيْ بُيْ	بَءْ بِءْ بُءْ	بَهْ بِهْ بُهْ	بَوْ بِوْ بُوْ

উদাহরণ

كُنْ	عَنْ	مَنْ	مِنْ
كُمْ	مُسْ	حَمْ	اَلْ
زَمْزَمْ	دُلْدُلْ	جَعْفَرْ	اَبْتَرْ

কলকলা

কলকলা অর্থ- প্রতিধ্বনী সৃষ্টি করে পড়া। ب ج د ط ق (বা, জীম, দাল, ত্ব, ক্বফ) এই পাঁচ হরফে জযম হলে প্রতিধ্বনী সৃষ্টি করে পড়তে হয়। ইহাকে কলকলা বলে। বাকী ২৪টি হরফে কলকলা হয় না।

আলিফে যবর, যের, পেশ ও জযম হলে ঐ আলিফকে হামযাহ বলে।

যবর	যের	পেশ
اَبْ	اِبْ	اُبْ
بَجْ	بِجْ	بُجْ
جَدْ	جِدْ	جُدْ
دَطْ	دِطْ	دُطْ
طَقْ	طِقْ	طُقْ

উদাহরণ

فَلَقْ	خَلَقْ	وَقَبْ	عُقَدْ
حَسَدْ	كَسَبْ	لَهَبْ	حَطَبْ
مَسَدْ	لَقَدْ	اَطْعَمَ	يَجْعَلْ

তাশদীদের পরিচয় (ـّـ)

উপরে উল্টা তিন দাঁতের চিহ্নকে তাশদীদ বলে। তাশদীদওয়ালা হরফ দুই বার পড়তে হয়, প্রথমবার তার ডান দিকের হরকতের সঙ্গে জযমের মতো, দ্বিতীয়বার নিজ হরকতের সঙ্গে।

رَبْ بُ = رَبُّ	اَبْ بُ = اَبُّ	اَمْ مُ = اَمُّ
جَدْ دُ = جَدُّ	دَدْ دُ = دَدُّ	دَدْ دُ = دَدُّ
مَمْ مُ = مَمُّ	مَمْ مِ = مَمِّ	نَنْ نُ = نَنُّ
نَنْ نِ = نَنِّ	شَرْ رِ = شَرِّ	جَمْ مِ = جَمِّ

উদাহরণ

فَعَّ	عَدَّ	بَتِّ	كُوِّ
عُطِّ	حَظِّ	اَيُّ	مِتُّ
يَمُسُّ	يَدُسُّ	يَحُضُّ	يَظُنُّ

তানবীন

দুই যবর ً দুই যের ٍ ও দুই পেশ ٌ কে তানবীন বলে। তানবীনের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করতে হয়। তানবীনের উচ্চারণ বাংলায় 'ন' সংযুক্ত শব্দের মতো হয়। যেমন ঃ **বা আলিফ দুই যবর বান**।

উল্লেখ্য যে, তানবীনের ভিতরে নুন সাকিন লুকিয়ে আছে, যা দেখা যায় না, তবে উচ্চারণ হয়। এজন্য নূন সাকিন ও **তানবীনের উচ্চারণ** একই রকম হয়। যেমন ঃ

بٌ بُنْ	بٍ بِنْ	بًا بَنْ	ءٌ اُنْ	ءٍ اِنْ	ءًا اَنْ
ثٌ ثُنْ	ثٍ ثِنْ	ثًا ثَنْ	تٌ تُنْ	تٍ تِنْ	تًا تَنْ
حٌ حُنْ	حٍ حِنْ	حًا حَنْ	جٌ جُنْ	جٍ جِنْ	جًا جَنْ
دٌ دُنْ	دٍ دِنْ	دًا دَنْ	خٌ خُنْ	خٍ خِنْ	خًا خَنْ
رٌ رُنْ	رٍ رِنْ	رًا رَنْ	ذٌ ذُنْ	ذٍ ذِنْ	ذًا ذَنْ
سٌ سُنْ	سٍ سِنْ	سًا سَنْ	زٌ زُنْ	زٍ زِنْ	زًا زَنْ
صٌ صُنْ	صٍ صِنْ	صًا صَنْ	شٌ شُنْ	شٍ شِنْ	شًا شَنْ
طٌ طُنْ	طٍ طِنْ	طًا طَنْ	ضٌ ضُنْ	ضٍ ضِنْ	ضًا ضَنْ
عٌ عُنْ	عٍ عِنْ	عًا عَنْ	ظٌ ظُنْ	ظٍ ظِنْ	ظًا ظَنْ
فٌ فُنْ	فٍ فِنْ	فًا فَنْ	غٌ غُنْ	غٍ غِنْ	غًا غَنْ
كٌ كُنْ	كٍ كِنْ	كًا كَنْ	قٌ قُنْ	قٍ قِنْ	قًا قَنْ

لَا لَنْ	لِ لِنْ	لُّ لُنْ	مَا مَنْ	مِ مِنْ	مُّ مُنْ
نَا نَنْ	نِ نِنْ	نُّ نُنْ	وَا وَنْ	وِ وِنْ	وُّ وُنْ
هَا هَنْ	هِ هِنْ	هُّ هُنْ	يَا يَنْ	يِ يِنْ	يُّ يُنْ

অনুশীলনী

যবর, যের, পেশ, জযম, তাশদীদ, কলকলা ও তানবীন দেখি সব পড়তে পারি কি না।

اَخَذَ	اَذِنَ	اَمَرَ	بَخِلَ	جَعَلَ
سُرُرٌ	كُفُوًا	نُفِخَ	طُوًى	سُوًى
اِهْدِ	بَعْدُ	بَطْشَ	سَعْيَ	خُسْرٍ
خَلْقًا	سَبْحًا	سَبْقًا	شَاْنٍ	كَاْسًا
كَدْحًا	لَغْوًا	نَخْلًا	نَشْطًا	نَقْعًا
بُرِّزَ	حُصِّلَ	صَدَّقَ	عَدَّدَ	قَدَّرَ
كَذَّبَ	نَعَّمَ	جَنَّةٍ	ذَرَّةٍ	قُوَّةٍ

اَحَدًا	صَمَدًا	عِوَجًا	اَبَدًا	حَسَنًا
ضَبْحًا	قَدْحًا	صُبْحًا	نَقْعًا	جَمْعًا
هُمَزَةٍ	لُمَزَةٍ	غَبَرَةٍ	خَشَبَةٍ	قَتَرَةٍ
شَيْءٍ	لُبْسٍ	سَبَبٍ	بِرُسُلٍ	بِضُرٍّ
قَتْلٌ	جَمْعٌ	جَمَلٌ	قَسَمٌ	كُتُبٌ
حَفِيٌّ	خَفِيٌّ	شَقِيٌّ	نَبِيٌّ	عَلِيٌّ
مُدَّتْ	حُقَّتْ	تَبَّتْ	ثَبَّتْ	تَمَّتْ
سُنَّتْ	مُزَّمِّلُ	مُدَّثِّرُ	سُمِّيَتْ	اُمِّيِّ
قَدَّمَتْ	كَذَّبَتْ	زُوِّجَتْ	سُجِّرَتْ	سُعِّرَتْ
مُمَدَّدَةٍ	مُكَرَّمَةٍ	مُطَهَّرَةٍ	مُنَوَّرَةٍ	مُبَشِّرَةٍ

মাদ এর বর্ণনা

হরকতের উচ্চারণ টেনে পড়াকে মাদ বলে। মাদ এর হরফ তিনটি ঃ ا و ي

মাদ মোট ১০ প্রকার ঃ

১ আলিফ মাদ ৩ প্রকার ঃ মাদ্দে তবায়ী, মাদ্দে বদল মাদ্দে লীন।
৩ আলিফ মাদ ২ প্রকার ঃ মাদ্দে আরযী, মাদ্দে মুনফাসিল।
৪ আলিফ মাদ ৫ প্রকার ঃ মাদ্দে মুত্তাসিল, মাদ্দে লাযিম কালমী মুছাক্কল, মাদ্দে লাযিম কালমী মুখফ্ফাফ, মাদ্দে লাযিম হরফী মুছাক্কল, মাদ্দে লাযিম হরফী মুখফফাফ।

মাদ এর বিস্তারিত বর্ণনা ঃ

১. **নম্বর মাদ** ঃ (ক) যবরের বাম পাশে খালি আলিফ মাদের হরফ, যেরের বাম পাশে জযমওয়ালা ইয়া মাদের হরফ, পেশের বাম পাশে জযমওয়ালা ওয়াও মাদের হরফ। মাদের হরফের ডান পাশের হরকতকে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। ইহাকে **মাদ্দে তবায়ী** বলে। যেমন-بَا بُوْ بِيْ এবং (খ) খাড়া যবর, খাড়া যের ও উল্টা পেশ আসলে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। ইহাকেও **মাদ্দে তবায়ী** বলে। যেমন- تٰ تٖ تٗ

২. **নম্বর মাদ** ঃ হামযার হরকতের সঙ্গে এক আলিফ টেনে যেই মাদ পড়া যায় তাকে **মাদ্দে বদল** বলে। যেমন ঃ اٰمَنَ اُوْمِنَ اِيْمَانًا

৩. **নম্বর মাদ** ঃ যবরের বাম পাশে জযমওয়ালা ওয়াও এবং যবরের বাম পাশে জযমওয়ালা ইয়া লীনের হরফ। লীনের হরফের বামের হরফে থামলে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। ইহাকে **মাদ্দে লীন** বলে। যেমন- خَوْفٌ بَيْتٌ

৪. **নম্বর মাদ** ঃ মাদের হরফের বামের হরফে থামলে তিন আলিফ টেনে পড়তে হয়। ইহাকে **মাদ্দে আরযী** বলে। যেমন- نَاسْ ، رَحِيْمْ ، كَافِرُوْنْ

৫. **নম্বর মাদ** ঃ মাদের হরফের উপর চিকন চিহ্ন বামে (লম্বা) হামযা আসলে তিন আলিফ টেনে পড়তে হয়। ইহাকে **মাদ্দে মুনফাসিল** বলে। যেমন- لَآ اِلٰهَ

৬. **নম্বর মাদ** ঃ মাদের হরফের উপর মোটা চিহ্ন বামে (গোল) হামযা আসলে চার আলিফ টেনে পড়তে হয়। ইহাকে **মাদ্দে মুত্তাসিল** বলে। যেমন- جَآءَ، جِيْٓءَ ، سُوْٓءٍ

৭. **নম্বর মাদ** ঃ কালিমায় মাদের হরফের উপর মোটা চিহ্ন বামে তাশদীদ আসলে চার আলিফ টেনে পড়তে হয়। ইহাকে **মাদ্দে লাযিম কালমী মুছাক্কাল** বলে। যেমন-دَآبَّةٍ

৮. **নম্বর মাদঃ** কালিমায় মাদের হরফের উপর মোটা চিহ্ন বামে জযম আসলে চার আলিফ টেনে পড়তে হয়। ইহাকে **মাদ্দে লাযিম কালমী মুখফফাফ** বলে। যেমন-اَلْـٰٔنَ

৯. **নম্বর মাদ** ঃ হরফের উপর মোটা চিহ্ন বামে তাশদীদ আসলে চার আলিফ টেনে পড়তে হয়। ইহাকে **মাদ্দে লাযিম হরফী মুছাক্কাল** বলে। যেমন-الٓمّٓ

১০. **নম্বর মাদ** ঃ হরফের উপর মোটা চিহ্ন বামে জযম আসলে অথবা হরফের উপর জযম আসলে চার আলিফ টেনে পড়তে হয়। ইহাকে **মাদ্দে লাযিম হরফী মুখফ্ফাফ** বলে। যেমন-الٓمٓصٓ

১। মাদ্দে তবায়ী (১) (اَ)

যবরের বাম পাশে খালি আলিফ মাদের হরফ। মাদের হরফের ডান পাশের হরকতকে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। ইহাকে মাদ্দে তবায়ী বলে।

خَا	حَا	جَا	ثَا	تَا	بَا	اَا = ءَا
صَا	شَا	سَا	زَا	رَا	ذَا	دَا
قَا	فَا	غَا	عَا	ظَا	طَا	ضَا
يَا	هَا	وَا	نَا	مَا	لَا	كَا

উদাহরণ

نَانَ	مَامَ	دَادَ	بَابَ
شَارَبَ	خَادَعَ	حَاسَبَ	جَاهَدَ
فَرَاغَ	تَعَالَ	صَابَرَ	قَاتَلَ

১। মাদ্দে তবায়ী (২) ـِـيْ

যেরের বাম পাশে জযমওয়ালা ইয়া মাদের হরফ। মাদের হরফের ডান পাশের হরকতকে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। ইহাকে মাদ্দে তবায়ী বলে।

اِيْ=ءِيْ	بِيْ	تِيْ	ثِيْ	جِيْ	حِيْ	خِيْ
دِيْ	ذِيْ	رِيْ	زِيْ	سِيْ	شِيْ	صِيْ
ضِيْ	طِيْ	ظِيْ	عِيْ	غِيْ	فِيْ	قِيْ
كِيْ	لِيْ	مِيْ	نِيْ	وِيْ	هِيْ	يِيْ

উদাহরণ

جِيْ	دِىْ	فِيْ	لِيْ
جِيْهِ	دِيْهِ	فِيْهِ	لِيْهِ
اَبِيْهِ	اَخِيْهِ	بَنِيْهِ	جَنِيْهِ

১। মাদ্দে তবায়ী (৩) ﴿ـُوْ﴾

পেশের বাম পাশে জযমওয়ালা ওয়াও মাদের হরফ। মাদের হরফের ডান পাশের হরকতকে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। ইহাকে মাদ্দে তবায়ী বলে।

خُوْ	حُوْ	جُوْ	ثُوْ	تُوْ	بُوْ	اُوْ=ءُوْ
صُوْ	شُوْ	سُوْ	زُوْ	رُوْ	ذُوْ	دُوْ
قُوْ	فُوْ	غُوْ	عُوْ	ظُوْ	طُوْ	ضُوْ
يُوْ	هُوْ	وُوْ	نُوْ	مُوْ	لُوْ	كُوْ

উদাহরণ

طُوْ	تُوْ	نُوْ	بُوْ
طُوْرُ	تُوْبُ	نُوْرُ	بُوْبُ
فَمُوْهُ	بَنُوْهُ	اَخُوْهُ	اَبُوْهُ

১। মাদ্দে তবায়ী (৪) ـٰـ

হরফের উপরে খাড়া যবর আসলে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। ইহাকেও মাদ্দে তবায়ী বলে।

خٰ	حٰ	جٰ	ثٰ	تٰ	بٰ	اٰ=ءٰ
صٰ	شٰ	سٰ	زٰ	رٰ	ذٰ	دٰ
قٰ	فٰ	غٰ	عٰ	ظٰ	طٰ	ضٰ
يٰ	هٰ	وٰ	نٰ	مٰ	لٰ	كٰ

উদাহরণ

اَبٰوٰهُ	هٰذَا	اِلٰهُنَا	اَللّٰهُ
حَتّٰى	مَتٰى	كِتٰبُ	ذٰلِكَ
ظُلُمٰتٍ	كَلِمٰتٍ	غُلٰمٌ	سَلٰمٌ

১। মাদ্দে তবায়ী (৫) ـٖـ

হরফের নিচে খাড়া যের আসলে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। ইহাকেও মাদ্দে তবায়ী বলে।

خٖ	حٖ	جٖ	ثٖ	تٖ	بٖ	اٖ=ءٖ
صٖ	شٖ	سٖ	زٖ	رٖ	ذٖ	دٖ
قٖ	فٖ	غٖ	عٖ	ظٖ	طٖ	ضٖ
يٖ	هٖ	وٖ	نٖ	مٖ	لٖ	كٖ

উদাহরণ

نُوْرِهٖ	هٰذِهٖ	فِيْهٖ	بِهٖ
صِفَاتِهٖ	عِبَادِهٖ	رُسُلِهٖ	كُتُبِهٖ
مُلْكِهٖ	ظُلْمِهٖ	شَرِّهٖ	خَيْرِهٖ

১। মাদ্দে তবায়ী (৬) ـٰـ

হরফের উপরে উল্টা পেশ আসলে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। ইহাকেও মাদ্দে তবায়ী বলে।

خُ	حُ	جُ	ثُ	تُ	بُ	اُ = ءُ
صُ	شُ	سُ	زُ	رُ	ذُ	دُ
قُ	فُ	غُ	عُ	ظُ	طُ	ضُ
يُ	هُ	وُ	نُ	مُ	لُ	كُ

উদাহরণ

وَرِثَهٗ	يَدَهٗ	جَعَلَهٗ	لَهٗ
غَاوٗنَ	دَاوٗدُ	اَخْلَدَهٗ	قَرِيْنُهٗ
مَوَازِيْنُهٗ	رَسُوْلُهٗ	تِلَاوَتُهٗ	جُنُوْدُهٗ

২। মাদ্দে বদল

হামযার হরকতের সঙ্গে এক আলিফ টেনে যে মাদ পড়া যায় উহাকে মাদ্দে বদল বলে। কারো কারো মতে মাদ্দে তবায়ীর পরিবর্তে যা আসে তাকে মাদ্দে বদল বলে। অর্থাৎ, খালি আলিফ এর পরিবর্তে খাড়া যবর, জযমওয়ালা ইয়ার পরিবর্তে খাড়া যের এবং জযম ওয়ালা ওয়াও এর পরিবর্তে উল্টা পেশ আসলে তাকে মাদ্দে বদল বলে। যেমন ঃ

اَا	اِيْ	اُوْ	عَا	عِيْ	عُوْ
اٰ	اِ	اُ	عٰ	عِ	عُ

উদাহরণ

اٰمَنَ	اُوْمِنَ	اِيْمَانًا	اٰمَنُوْا
اٰدَمَ	اٰوْي	اٰيَةٌ	اٰيْتٌ
اٰلِهَةً	اٰنِيَةً	اٰلِفِ	مَاٰبًا
اٰتَيْتُمْ	اُوْتُوْا	اٰتِهِمْ	اٰبَاءُ

হরফে লীন (ক) ﴿وْ–َ﴾

যবরের বাম পাশে জযমওয়ালা ওয়াও লীনের হরফ। লীনের হরফের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করতে হয়।

خَوْ	حَوْ	جَوْ	ثَوْ	تَوْ	بَوْ	اَوْ
صَوْ	شَوْ	سَوْ	زَوْ	رَوْ	ذَوْ	دَوْ
قَوْ	فَوْ	غَوْ	عَوْ	ظَوْ	طَوْ	ضَوْ
يَوْ	هَوْ	وَوْ	نَوْ	مَوْ	لَوْ	كَوْ

৩। মাদ্দে লীন (ক) ﴿وْ–َ﴾

লীনের হরফের বামের হরফে ওয়াক্‌ফ করলে (থামলে) এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। ইহাকে মাদ্দে লীন বলে। **বিঃ দ্রঃ** শিক্ষক প্রত্যেক শব্দের শেষ হরফটিতে জযম দিয়ে মাশ্‌ক করাবেন। যেমন ঃ হামযাহ ওয়াও যবর আও, ফা যের ফি = আওফি। ওয়াকফ করলে **হামযাহ ওয়াও ফা যবর = আউফ** (এক আলিফ টেনে পড়বে।)

صَوْمَ ○	سَوْفَ ○	خَوْفِ ○	اَوْفِ ○
لَوْنٌ ○	حَوْلٌ ○	مَوْتٌ ○	قَوْمٌ ○
يُنَادَوْنَ ○	يَرَوْنَ ○	شَرَوْهُ ○	كَوْنٌ ○

হরফে লীন (খ) ـَيْ

যবরের বাম পাশে জযমওয়ালা ইয়া লীনের হরফ। লীনের হরফের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করতে হয়।

اَيْ=ءَيْ	بَيْ	تَيْ	ثَيْ	جَيْ	حَيْ	خَيْ
دَيْ	ذَيْ	رَيْ	زَيْ	سَيْ	شَيْ	صَيْ
ضَيْ	طَيْ	ظَيْ	عَيْ	غَيْ	فَيْ	قَيْ
كَيْ	لَيْ	مَيْ	نَيْ	وَيْ	هَيْ	يَيْ

৩। মাদ্দে লীন (খ) ـَيْـ

লীনের হরফের বামের হরফে ওয়াক্ফ করলে (থামলে) এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। ইহাকে মাদ্দে লীন বলে। **বিঃ দ্রঃ** শিক্ষক প্রত্যেক শব্দের শেষ হরফটিতে জযম দিয়ে মাশ্ক করাবেন। যেমন ঃ হামযাহ ইয়া যবর আই, নূন যবর না = আইনা। ওয়াকফ করলে **হামযাহ ইয়া নূন যবর = আঈন** (এক আলিফ টেনে পড়বে।)

اَيْنَ ○	بَيْنَ ○	بَيْتِ ○	صَيْفِ ○
اَبَوَيْهِ ○	يَدَيْهِ ○	عَيْنَيْنِ ○	ذَكَرَيْنِ ○
قُرَيْشٍ ○	لَارَيْبَ ○	اَوْحَيْتَ ○	فَتَعَالَيْنَ ○

৪। মাদ্দে আরযী (ক) ﴾ ـَـا ـُـ ﴿

মাদের হরফের বামের হরফে ওয়াক্‌ফ করলে (থামলে) তিন আলিফ টেনে পড়তে হয়। ইহাকে মাদ্দে আরযী বলে। **বিঃ দ্রঃ** শিক্ষক প্রত্যেক শব্দের শেষ হরফটিতে জযম দিয়ে মাশ্‌ক করাবেন। যেমন ঃ নূন আলিফ যবর না, সীন যের সি = নাসি। ওয়াকফ করলে, নূন আলিফ সীন যবর = নাস (তিন আলিফ টেনে পড়তে হয়।)

عِمَادٍ ○	بِعَادٍ ○	خَنَّاسِ ○	اَلنَّاسُ ○
اَوْتَادٍ ○	فَسَادٍ ○	مِلَادٍ ○	بِلَادٍ ○
مِرْصَادٌ ○	عَذَابٌ ○	كِتَابٌ ○	حِسَابٌ ○

৪। মাদ্দে আরযী (খ) ﴾ ـُـوْ ـُـ ﴿

মাদের হরফের বামের হরফে ওয়াক্‌ফ করলে (থামলে) তিন আলিফ টেনে পড়তে হয়। ইহাকে মাদ্দে আরযী বলে। **বিঃ দ্রঃ** শিক্ষক প্রত্যেক শব্দের শেষ হরফটিতে জযম দিয়ে মাশ্‌ক করাবেন। যেমন ঃ র ওয়াও পেশ রূ, নূন যবর না = রূনা। কিন্তু ওয়াকফ করলে, র ওয়াও নূন পেশ = রূন (তিন আলিফ টেনে পড়তে হয়।)

يُوْعُوْنَ ○	سَاهُوْنَ ○	تَعْبُدُوْنَ ○	كَافِرُوْنَ ○
لَكَنُوْدٍ ○	مَبْثُوْثٍ ○	مَأْكُوْلٍ ○	مَاعُوْنَ ○
يَعْلَمُوْنَ ○	تَعْلَمُوْنَ ○	يَفْعَلُوْنَ ○	تَفْعَلُوْنَ ○

৪। মাদ্দে আরযী (গ) (ـِـيْـ)

মাদের হরফের বামের হরফে ওয়াক্ফ করলে (থামলে) তিন আলিফ টেনে পড়তে হয়। ইহাকে মাদ্দে আরযী বলে। **বিঃ দ্রঃ** শিক্ষক প্রত্যেক শব্দের শেষ হরফটিতে জযম দিয়ে মাশ্‌ক করাবেন। যেমন ঃ মীম ইয়া যের মী, নূন যবর না = মীনা। কিন্তু থামলে মীম ইয়া নূন যের = মীন (তিন আলিফ টেনে পড়তে হয়।)

نَسْتَعِيْنُ ○	دِيْنِ ○	رَحِيْمِ ○	عٰلَمِيْنَ ○
وَالتِّيْنِ ○	اٰمِيْنَ ○	لِيْنَ ○	مُسْتَقِيْمَ ○
حَاكِمِيْنَ ○	سَافِلِيْنَ ○	تَقْوِيْمِ ○	سِيْنِيْنَ ○

৫। মাদ্দে মুনফাসিল (ـَـآ اَ، ـِـيْٓ اَ، ـُـوْٓ اَ)

মাদের হরফের উপরে চিকন চিহ্ন বামে (লম্বা) হামযা আসলে তিন আলিফ টেনে পড়তে হয়। ইহাকে মাদ্দে মুনফাসিল বলে।

لَآ اَعْبُدُ	مَآ اَغْنٰى	يَدَآ اَبِىْ	لَآ اِلٰهَ
فِىْٓ اَمْرِنَا	اِنَّآ اَعْطَيْنَا	وَلَآ اَنْتُمْ	مَآ اَعْبُدُ
لَآ اِكْرَاهَ	عِلْمِهٖٓ اِلَّا	عِنْدَهٗٓ اِلَّا	لَهٗٓ اَصْحَابٌ

৬। মাদ্দে মুত্তাসিল ﴿ـَآءَ، ـِيٓءَ، ـُوٓءَ﴾

মাদের হরফের উপরে মোটা চিহ্ন বামে (গোল) হামযা আসলে চার আলিফ টেনে পড়তে হয়। ইহাকে মাদ্দে মুত্তাসিল বলে।

جَآءَ	جِيٓءَ	سُوٓءٍ	جَآءَتْ
جَزَآءً	شَآءَ	حَدَآئِقَ	يُرَآءُوْنَ
بِاَسْمَآئِهٖ	وَغَآئِبِنَا	لِقِرَآئَةِ	اُولٰٓئِكَ

৭। মাদ্দে লাযিম কালমী মুছাক্কাল ﴿ـَآّ، ـِيّ، ـُوّ﴾

কালিমায় মাদের হরফের উপরে মোটা চিহ্ন বামে তাশদীদ আসলে চার আলিফ টেনে পড়তে হয়। ইহাকে মদ্দে লাযিম কালমী মুছাক্কাল বলে।

ضَآلٌّ	ضَآلًّا	لَضَآلُّوْنَ	وَلَا الضَّآلِّيْنَ
حَآجَّ	حَآجُّوْكَ	حَآجُّوْنِيْ	دَآبَّةٍ
طَآمَّةٌ	صَآخَّةٌ	رَآدُّوْهُ	تَاْمُرُوْنِيْ

৮। মাদ্দে লাযিম কালমী মুখফফাফ

কালিমায় মাদের হরফের উপরে মোটা চিহ্ন বামে জযম আসলে চার আলিফ টেনে পড়তে হয়। ইহাকে মাদ্দে লাযিম কালমী মুখফফাফ বলে।

آلْـئٰنَ

৯। মাদ্দে লাযিম হরফী মুছাক্কাল

মাদের হরফের উপরে মোটা চিহ্ন বামে তাশদীদ আসলে চার আলিফ টেনে পড়তে হয়। ইহাকে মাদ্দে লাযিম হরফী মুছাক্কাল বলে।

الٓمّٓ الٓمّٓصٓ الٓمّٓرٰ طٰسٓمّٓ

১০। মাদ্দে লাযিম হরফী মুখফফাফ

হরফের উপর মোটা চিহ্ন বামে জযম আসলে অথবা হরফের উপর জযম আসলে চার আলিফ টেনে পড়তে হয়। ইহাকে মাদ্দে লাযিম হরফী মুখফ্ফাফ বলে।

كٓهٰيٰعٓصٓ طٰسٓ يٰسٓ حٰمٓ

হরূফে মুকত্তআত

পড়ার নিয়ম ঃ আলিফে টান হবে না। খাড়া যবর বিশিষ্ট হরফে এক আলিফ, আর উপরে মোটা চিহ্ন বিশিষ্ট হরফগুলোকে চার আলিফ টেনে পড়তে হয়।

الٓمّٓصٓ	الٓمّٓ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	
طٰهٰ	كٓهٰيٰعٓصٓ	الٓمّٓرٰ	الٓرٰ
صٓ	يٰسٓ	طٰسٓ	طٰسٓمّٓ
نٓ	قٓ	حٰمٓ عٓسٓقٓ	حٰمٓ

মাদ্দে ইওয়ায

দুই যবরের হরফে ওয়াক্‌ফ করলে (থামলে) দুই যবরকে এক যবর বানিয়ে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। ইহাকে মাদ্দে ইওয়ায বলে।

উল্লেখ্য, দুই যবরের উপর থামলে মাদ্দে ইওআয হবে, না থামলে মাদ্দে ইওয়ায হবেনা; এ কারণেই কিছু কিছু আলেমগণ ইহাকে মাদের ১০ (দশ) প্রকারের মধ্যে গণনা করেননি।

قَيِّمًا–قَيِّمَا	ظُلْمًا–ظُلْمَا	عِلْمًا–عِلْمَا	قَوْمًا–قَوْمَا
لَوْمًا–لَوْمَا	وَلَدًا–وَلَدَا	نَفَرًا–نَفَرَا	اَبَدًا–اَبَدَا

اَللّٰهُ (আল্লাহ) শব্দ পড়ার নিয়ম

১. আল্লাহ শব্দের তাশদীদের ডানে যবর অথবা পেশ আসলে আল্লাহ শব্দের লামকে পুর বা মোটা করে পড়তে হয়। যেমন- اَللّٰهُ

২. আল্লাহ শব্দের তাশদীদের ডানে যের আসলে আল্লাহ শব্দের লামকে বারিক বা পাতলা করে পড়তে হয়। যেমন- بِاللّٰهِ

বারিক (পাতলা)	পুর (মোটা)	
যের	পেশ	যবর
بِسْمِ اللّٰهِ	حُدُوْدُ اللّٰهِ	اِنَّ اللّٰهَ
دِيْنِ اللّٰهِ	يُرِيْدُ اللّٰهُ	قَالَ اللّٰهُ
اَمْرِ اللّٰهِ	خَلْقُ اللّٰهِ	سَمِعَ اللّٰهُ

اَنَا (আনা) ঃ কুরআন শরীফের অনেক জায়গায় اَنَا শব্দটি রয়েছে। নিচে বর্ণিত মাত্র চারটি শব্দের اَنَا কে এক আলিফ টেনে পড়তে হবে। অন্য সব اَنَا টেনে পড়া যাবে না অর্থাৎ اَنَ পড়তে হবে।

اَنَاسِيَّ	اَنَامِلَ	اَنَابُوْا	اَنَابَ

اِمَالَهْ (ইমালাহ) ঃ এটি আরবি শব্দ। অর্থ ঝুঁকানো। ঝুঁকিয়ে পাতলা স্বরে পড়াকে ইমালাহ বলে। কুরআনে একটি জায়গায় ইমালাহ আছে। অর্থাৎ মাজরিহা এর পরিবর্তে মাজরেহা পড়তে হবে।

সুরা হুদ- ৪১	بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا

অনুচ্চারিত হরফ

১. জযম এবং তাশদীদের ডানে হরকত ছাড়া হরফ পড়া যায়না।
২. জযম এবং তাশদীদ পাশাপাশি আসলে জযমওয়ালা হরফ পড়া যায় না।
৩. আলিফে যায়েদাহ (খালি আলিফের পরের হরফটি হরকত বিশিষ্ট হামযাহ হলে আলিফে যায়েদাহ বলে) যা লেখা হয় পড়া যায় না।
৪. ওয়াও এবং ইয়ায়ে মাদ্দূলাহ লেখা হয় পড়া যায় না।

مِ الدِّيْنِ	اَلرَّحْمٰنُ	بِالْ	يَ الْ
اَفَائِنْ	مَلَائِهٖ	كُنْ لَّ	مِنْ رَّ
عِيْسٰى	مُوْسٰى	حَيٰوةٌ	صَلٰوةٌ

অনুশীলনী

দেখি মাদ্দ এর বিষয়ে যা যা পড়েছি সেগুলো পারি কি না।

عَلٰى	طَغٰى	رَضُوْا	خَالَ	قَالَ
قِيْنَ	فِيْنَ	لِيْنَ	كِيْنَ	مِيْنَ
عَابِدٌ	شَاهِدٌ	دَافِقٌ	حَافِظٌ	حَاسِدٌ
سَوَآءً	مَآءً	غُثَآءً	عَطَآءً	عَآئِلًا
صَوَابًا	شَرَابًا	شِدَادًا	سَلٰمًا	سِرَاجًا
يَسِيْرًا	يَتِيْمًا	خَبِيْرًا	بَصِيْرًا	رُوَيْدًا
تَمَنّٰى	تَجَلّٰى	تَزَكّٰى	تَصَدّٰى	تَوَلّٰى
حَوْلُ ○	فَوْقُ ○	فَوْقٌ	মাদ্দে লীন قَوْلُ ○	قَوْلٌ
شَيْءُ ○	عَيْنُ ○	عَيْنٌ	خَيْرُ ○	خَيْرٌ
بَلَاغُ ○	فِرَاقُ ○	فِرَاقٌ	আরযী رَاقُ ○	رَاقٌ
خُشُوْعُ○	وُجُوْهُ ○	وُجُوْهٌ	شُهُوْدُ ○	شُهُوْدٌ
تَكْذِيْبُ○	تَضْلِيْلُ○	تَضْلِيْلٍ	মাদ্দে اٰمِيْنُ ○	اٰمِيْنٌ
اَغْلَالَا○	اَعْنَابَا○	اَعْنَابًا মাদ্দে	ইওয়ায اَلْفَافَا○	اَلْفَافًا

নূনে সাকিন ও তানবীনের নিয়মাবলী

নূনে সাকিন ও তানবীন চার প্রকার ঃ

ইকলাব, ইদগাম, ইযহার, ইখফা

প্রত্যেক প্রকারের হরফের বিবরণ ঃ-

ইকলাবের হরফ ১টি ঃ ب

ইদগাম দুই প্রকার ঃ ইদগামে বাগুন্নাহ ও ইদগামে বেলা গুন্নাহ।

ইদগামে বাগুন্নার হরফ ৪টি ঃ ي م و ن

ইদগামে বেলা গুন্নার হরফ ২টি ঃ ر ل

ইযহারের হরফ ৬টি ঃ ء ه ح خ ع غ

ইখফার হরফ ১৫টি ঃ ت ث ج د ذ ز – س ش ص ض ط ظ – ف ق ك

ইকলাব

ইকলাব অর্থ পরিবর্তন করা। নূনে সাকিন অথবা তানবীনের বামে ইকলাবের হরফ ب আসলে নূনে সাকিন এবং তানবীনকে (ছোট্ট একটি) মীম (ً) দ্বারা পরিবর্তন করে গুন্নার সাথে পড়তে হয়। ইহাকে ইকলাব বলে। যেমন- مَنْۢ بَخِلَ {উল্লেখ্য যে, বর্তমানে আরবের কারীগণ ইহাকে ইখফার গুন্নাহের মতো উচ্চারণ করে থাকেন। যেমন ঃ মাং বাখিলা}

তানবীন		নূনে সাকিন	হরফ
سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ	كِرَامٍۢ بَرَرَةٍ	مَنْۢ بَخِلَ	ب

ইদগামে বা গুন্নাহ

ইদগাম অর্থ মিলানো। নূনে সাকিন অথবা তানবীনের বামে ইদগামে বা গুন্নার চার হরফের যে কোন হরফ আসলে বা গুন্নার হরফে তাশদীদ দিয়ে গুন্নাসহ মিলিয়ে পড়তে হয়। ইহাকে **ইদগামে বা গুন্নাহ** বলে। যেমন- مِنْ نَّبِيٍّ

তানবীন		নূনে সাকিন	হরফ
وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ	لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ	اَنْ يُّؤْتٰى	ي
خَيْرٌ مِّنْهُ	مِرْيَةٍ مِّنْهُ	عَنْ مَّنْ	م
رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ	جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنَ	مِنْ وَّرَآئِهِمْ	و
عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ	جَنّٰتٍ نَّعِيْمٍ	مِنْ نَّبِيٍّ	ن

বি. দ্র. নূনে সাকিনের বামে ইদগামে বাগুন্নার হরফ একই শব্দে আসলে গুন্নাহ ছাড়া স্পষ্ট করে পড়তে হয়। ইহাকে **ইযহারে মুতলাক** বলে। যেমন-

صِنْوَانٌ – قِنْوَانٌ – بُنْيَانٌ – دُنْيَا.

ইদগামে বেলা গুন্নাহ

নূনে সাকিন অথবা তানবীনের বামে ইদগামে বেলা গুন্নার দুই হরফের যে কোন হরফ আসলে বেলা গুন্নার হরফে তাশদীদ দিয়ে গুন্না ছাড়া মিলিয়ে পড়তে হয়। ইহাকে **ইদগামে বেলা গুন্নাহ** বলে। যেমন- مِنْ رَّبِّكَ

তানবীন		নূনে সাকিন	হরফ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ	عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ	مِنْ رَّبِّكَ	ر
اُفٍّ لَّكُمْ	رِزْقًا لَّكُمْ	مِنْ لَّدُنْهُ	ل

ইযহার

ইযহার অর্থ স্পষ্ট করা। নূনে সাকিন অথবা তানবীনের বামে ইযহারের ছয় হরফের যে কোন হরফ আসলে নূনে সাকিন এবং তানবীনকে গুন্না ছাড়া স্পষ্ট করে পড়তে হয়। ইহাকে ইযহার বলে। যেমন- مِنْ عَيْنٍ

উদাহরণ

হরফ	নূনে সাকিন	তানবীন	
ء/ا	مِنْ اَخِيْهِ	طَيْرًا اَبَابِيْلَ	كُفُوًا اَحَدٌ
ه	مِنْهُ خِطَابًا	فَرِيْقًا هَدٰى	قَرْنٍ هَلْ
ح	مِنْ حَبْلٍ	كِتَابٌ حَكِيْمٌ	نَارٌ حَامِيَةٌ
خ	لِمَنْ خَشِيَ	لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ	ذَرَّةٍ خَيْرًا
ع	مِنْ عَيْنٍ	يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا	سَوِيًّا عَلٰى
غ	مِنْ غَيْرِهٖ	عَذَابٌ غَلِيْظٌ	لَاَجْرًا غَيْرَ

ইখফা

ইখফা অর্থ লুকিয়ে রাখা। নূনে সাকিন অথবা তানবীনের বামে ইখফার পনের হরফের যে কোন হরফ আসলে নূনে সাকিন এবং তানবীনকে নাকের ভিতর লুকিয়ে গুন্নার সাথে পড়তে হয়। ইহাকে **ইখফা** বলে। যেমন-اَنْتَ (আংতা)।

উদাহরণ

হরফ	নূনে সাকিন	তানবীন	
ت	اَنْتَ	عَدْنٍ تَجْرِىْ	يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ
ث	اُنْثٰى	يَوْمًا ثَقِيْلًا	يَوْمَئِذٍ ثَمْنِيَهُ
ج	مِنْ جُوْعٍ	صَعِيْدًا جُرُزًا	صَبْرًا جَمِيْلًا
د	مَنْ دَخَلَهٗ	مَآءٍ دَافِقٍ	دَكًّا دَكًّا
ذ	مُنْذِرُ	نَارًا ذَاتَ	يَتِيْمًا ذَا
ز	اَنْزَلْنَا	صَعِيْدًا زَلَقًا	غُلٰمًا زَكِيًّا

হরফ	নূনে সাকিন	তানবীন	
س	مِنْ سِجِّيْلٍ	سَلَامًا سَلَامًا	فَوْجٌ سَاَلَهُمْ
ش	مِنْ شَرِّ	حَرَسًا شَدِيْدًا	جَبَّارًا شَقِيًّا
ص	عَنْ صَلَاتِهِمْ	عَذَابًا صَعَدًا	مَهْدٍ صَبِيًّا
ض	عَنْ ضَيْفِ	مَعِيْشَةً ضَنْكًا	قَوْمًا ضَآلِّيْنَ
ط	مَنْ طَغٰى	لَيْلًا طَوِيْلًا	شَرَابًا طَهُوْرًا
ظ	يَنْظُرُ الْمَرْءُ	قَوْمًا ظَلَمُوْا	ظِلًّا ظَلِيْلًا
ف	يَوْمَ يُنْفَخُ	يَتِيْمًا فَاٰوٰى	ذَلُوْلًا فَامْشُوْا
ق	مِنْ قَبْلِكَ	مَكَانًا قَصِيًّا	كِتٰبٌ قَيِّمَةٌ
ك	مِنْ كُلِّ	كِرَامًا كَاتِبِيْنَ	ضَلَالٍ كَبِيْرٍ

মীম সাকিন পড়ার নিয়ম

মীম সাকিন জযমওয়ালা (مْ) মীমকে বলে।

মীম সাকিন ৩ প্রকার ঃ ইখফা, ইদগাম, ইযহার।

ইখফার হরফ ১টি ঃ ب ইদগামের হরফ ১টি ঃ م ইযহারের হরফ ঃ م ب ব্যতীত বাকি ২৭টি।

১. মীম সাকিনের বামে ب আসলে গুন্নাহ করে পড়তে হয়। ইহাকে **মীম সাকিনের ইখফা** বলে। যেমন- رَبَّهُمْ بِهِمْ

২. মীম সাকিনের বামে م আসলে গুন্নাহ করে পড়তে হয়। ইহাকে **মীম সাকিনের ইদগাম** বলে। যেমন- قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ

৩. মীম সাকিনের বামে م ب ব্যতীত যে কোন হরফ আসলে গুন্নাহ ছাড়া পড়তে হয়। ইহাকে **মীম সাকিনের ইযহার** বলে। যেমন- هُمْ فِيْهَا

মীম সাকিনের ইযহার	মীম সাকিনের ইদগাম	মীম সাকিনের ইখফা
هُمْ فِيْهَا	اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ	رَبَّهُمْ بِهِمْ
لَكُمْ دِيْنُكُمْ	قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ	وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ
لَمْ يَلْبَثُوْا	فَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ	عَلَيْكُمْ بَعْضُ

ওয়াজিব গুন্নাহ

হরকতের বামে নূনে ও মীমে তাশদীদ হলে গুন্নাহ করে পড়তে হয়। ইহাকে ওয়াজিব গুন্নাহ বলে।

تَمَّ	عَمَّ	اَنَّ	اِنَّ
بِهِنَّ	لَهُنَّ	كُنَّ	ثُمَّ
جَهَنَّمُ	جَنَّتٌ	مُحَمَّدٌ	اَللّٰهُمَّ

ر (র) হরফ পড়ার নিয়ম

(র) হরফটি দুই প্রকার ঃ পুর (মোটা) ও বারিক (পাতলা)।

ر র পাঁচ অবস্থায় পুর পড়তে হয়

১. র এর উপরে যবর অথবা পেশ আসলে।
২. র সাকিনের ডানে যবর অথবা পেশ আসলে।
৩. র সাকিনের ডানে সাকিন তার ডানে যবর অথবা পেশ আসলে।
৪. র সাকিনের ডানে যের এবং বামে হরূফে মুস্তালিয়ার (ق خ غ ظ ط ض ص) ৭ হরফের যে কোন হরফ আসলে।
৫. র সাকিনের ডানে অস্থায়ী যের আসলে।

دَرَسَ	نَصَرَ	رُسُلُ	رُتُثُ	اَرْسَلْنَا
مَرْحَبًا	اَمْرُ	شَهْرُ	خُسْرُ	عُشْرُ
مِرْصَادًا	فِرْقَةٌ	قِرْطَاسٌ	اَمِ ارْتَابُوْا	مَنِ ارْتَضٰى

ر র চার অবস্থায় বারিক পড়তে হয়

১. র এর নিচে যের আসলে।
২. র সাকিনের ডানে আসলী যের আসলে।
৩. র সাকিনের ডানে সাকিন তার ডানে যের আসলে।
৪. র সাকিনের ডানে ইয়া আসলে।

رِجْلٌ	رِجَالٌ	اُمِرْتُ	مُنْهَمِرْ
خَيْرُ	ضَيْرُ	ذِكْرُ	فِكْرُ

ওয়াক্‌ফের কায়দা বা থামার নিয়মাবলী

১. ওয়াক্‌ফের বা থামার হরফে এক যবর, এক যের, এক পেশ, দুই যের, দুই পেশ এবং খাড়া যের ও উল্টা পেশ থাকলে জযম দ্বারা পরিবর্তন করে পড়তে হয়। যেমন ঃ خَلَقَ থেকে خَلَقْ

২. দুই যবরের হরফে ওয়াক্‌ফ করলে বা থামলে দুই যবরকে এক যবর বানিয়ে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন ঃ حَيًّا থেকে حَيَّا

৩. গোল ة (তা) এর হরফে ওয়াক্‌ফ করলে বা থামলে গোল ة (তা)কে গোল ه (হা) দ্বারা পরিবর্তন করে পড়তে হয়। جَنَّةٍ থেকে جَنَّهْ

ةً = هْ	ـًا = ـَا	ـَ ـِ ـُ ـٍ ـٌ ـٖ ـٗ = ـْ
اٰنِيَةً—اٰنِيَهْ	حَيًّا—حَيَّا	خَلَقَ—خَلَقْ
قُرَّةً—قُرَّهْ	وُدًّا—وُدَّا	بَعْدِ—بَعْدْ
قُوَّةً—قُوَّهْ	عَدًّا—عَدَّا	قَوْمُ—قَوْمْ
جَنَّةٍ—جَنَّهْ	لُدًّا—لُدَّا	لَوْمٍ—لَوْمْ
مِلَّةَ—مِلَّهْ	يُسْرًا—يُسْرَا	عَيْنٌ—عَيْنْ
شَفَةٌ—شَفَهْ	طُوًى—طُوٰى	بِهٖ—بِهْ
لُمَزَةٍ—لُمَزَهْ	مُسَمًّى—مُسَمّٰى	لَهٗ—لَهْ

বিভিন্ন কায়দা

اِشْمَام ইশমাম কুরআনে একটি জায়গায় ইশমাম রয়েছে। দু ঠোঁট একটু গোল করে পেশের মতো পড়াকে **ইশমাম** বলে। যেমন ঃ

সুরা ইউসুফ- ১১ ঃ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مَا لَكَ لَا تَاْمَنَّا عَلٰى يُوْسُفَ

ن নুনে কুতনি একটি ছোট নুন। দুই আয়াত বা দুই শব্দের মাঝখানে এর অবস্থান। দুই আয়াত বা শব্দদ্বয়কে মিলিয়ে পড়ার সময় নূনে কুতনিতে যের দিতে হয়। অন্যথায়, নূনে কুতনীর পূর্বের হরফে থামলে নুনে কুতনি পড়া যায় না।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝	قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اللّٰهُ الصَّمَدُ

سَكْتَة সাকতাহ সাকতাহ কুরআনে চার জায়গায় আছে। শ্বাস চালু রেখে আওয়ায বন্ধ রেখে সাকতা চিহ্নের আগের শব্দকে পরের শব্দের সাথে মিলিয়ে পড়াকে সাকতাহ বলে। যেমন ঃ وَقِيْلَ مَنْ ۜ رَاقٍ

১। সুরা ইয়াসিন, আয়াত : ৫২ ঃ مِنْ مَّرْقَدِنَا ۜ هٰذَا
২। সুরা কিয়ামাহ, আয়াত : ২৭ ঃ وَقِيْلَ مَنْ ۜ رَاقٍ
৩। সুরা ক্বাহফ্, আয়াত : ০১ ঃ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجَا ۜ قَيِّمًا
৪। সুরা মুতাফ্ফিফিন, আয়াত : ১৪ ঃ كَلَّا بَلْ ۜ رَانَ

হরূফে শামসিয়্যাহ যে সমস্ত হরফের পূর্বে ال (আলিফ-লাম) আসলে আলিফ ও লাম একটিও পড়া যায় না, উহাকে হরূফে **শামসিয়্যাহ** বলে। যেমন ঃ وَالشَّمْسُ

হরূফে শামসিয়্যাহ ১৪টি ঃ ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن

হরূফে কমারিয়্যাহ যে সমস্ত হরফের পূর্বে ال (আলিফ-লাম) আসলে আলিফ পড়া যায়না বরং শুধু লাম পড়া যায়, উহাকে **হরূফে কমারিয়্যাহ বলে** । যেমন ঃ وَالْقَمَرُ

হরূফে কমারিয়্যাহ ১৪টি ঃ ا ب ج ح خ ع غ ف ق ك م ه و ي

অনুশীলনী

দেখি তাজবীদের যা কিছু শিখেছি সে অনুসারে পড়তে পারি কি না।

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ ○ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ○ وَالنّٰشِطَاتِ نَشْطًا ○
عِلِّيُّوْنَ ○ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ○ يَنْظُرُ الْمَرْءُ ○ كَالْفَرَاشِ
الْمَبْثُوْثِ ○ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ ○ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ○
يَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ○ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ○
لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ○ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ○ اَلنَّجْمُ
الثَّاقِبُ ○ رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ ○ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ ○ يَوْمَئِذٍ
يَّصْدُرُ النَّاسُ ○ غُثَآءً اَحْوٰى ○ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ اِذَا تُتْلٰى ○
اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ○ اِلَيْنَآ اِيَابَهُمْ ○ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ○
رَبِّ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ ○ ذِي الْاَوْتَادِ ○ رِزْقًا لَّكُمْ ○
مِيْقٰتًا يَّوْمَ ○ فَمَنْ يَّعْمَلْ ○ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ ○ فَاِذَا
فَرَغْتَ فَانْصَبْ ○ فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاْوٰى ○ فَاِنَّ
الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى ○ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ ○

নামাযে পড়ার জন্য কয়েকটি সূরা

উল্লেখ্য যে, শিক্ষকবৃন্দ শিক্ষার্থীদের ১১টি সূরা বানান করে তাজবীদের যেসকল নিয়ম-কানুন পড়া হয়েছে সেগুলো মাশক করাবেন।

বানান ঃ হামযাহ লাম যবর আল, হা মীম যবর হাম (মীম সাকিনের ইযহার) দাল পেশ দু = আলহামদু। লাম লাম যের লিল (আল্লাহ শব্দের বারিক) লাম খাড়া যবর লা (এক আলিফ মাদ্দে তবায়ী) হা যের হি = লিল্লাহি। র বা যবর রব, (র পুর) বা লাম যের বিল = রব্বিল। আঈন খাড়া যবর আ (এক আলিফ মাদ্দে তবায়ী) লাম যবর লা = আলা, মীম ইয়া যের মী (এক আলিফ মাদ্দে তবায়ী) নূন যবর না = মীনা। ওয়াক্‌ফ করলে (থামলে) মীম ইয়া নূন যের মীন (তিন আলিফ মাদ্দে আরযী) = আলামীন। আল হামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন।

সূরা ফাতিহা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ مٰلِكِ يَوْمِ
الدِّيْنِ ○ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ○ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيْمَ ○ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ○ غَيْرِ
الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ○

সূরা ফীল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ○ اَلَمْ يَجْعَلْ
كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ○ وَاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ○
تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ○ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ○

সূরা কুরাইশ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۝ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۝
فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۝ الَّذِىْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۝
وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝

সূরা মাঊন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۝ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ
الْيَتِيْمَ ۝ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝ فَوَيْلٌ
لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ
هُمْ يُرَآءُوْنَ ۝ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۝

সূরা কাউসার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝ اِنَّ شَانِئَكَ
هُوَ الْاَبْتَرُ ۝

সূরা কাফিরুন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ○ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ○ وَلَآ اَنْتُمْ
عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ○ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ○ وَلَآ اَنْتُمْ
عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ○ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ○

সূরা নাসর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ○ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ
دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ○ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ؕ اِنَّهٗ
كَانَ تَوَّابًا ○

সূরা লাহাব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ○ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ○
سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ○ وَّامْرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ○ فِيْ
جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ○

সূরা ইখলাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ○ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ○ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ○ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ○

সূরা ফালাক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ○ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ○ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ○ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ○ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ○

সূরা নাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ○ مَلِكِ النَّاسِ ○ اِلٰهِ النَّاسِ ○ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ○ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ○ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ○

১ম অধ্যায় (তাজবীদ) সমাপ্ত

তাজভীদের সকল নিয়মাবলী

১. কুরআন শরীফ সুন্দর করে তিলাওয়াত করার জন্য যে ব্যাকারণ শিখতে হয় উহাকে **ইলমে তাজবীদ** বলে।

২. **মাখরাজ ঃ** হরফের উচ্চারণের স্থানকে মাখরাজ বলে। আরবী হরফ ২৯টি মাখরাজ ১৭টি।

৩. **বানান করার নিয়ম ঃ** হরফের সঙ্গে হাত রেখে হরফের নাম বলতে হয়, হরকতের সঙ্গে হাত রেখে হরকতের নাম বলতে হয় এবং নিচে হাত রেখে হরফ ও হরকত (উভয়ের) দিকে তাকিয়ে উচ্চারণ করতে হয়।

৪. আলিফে যবর, যের, পেশ ও জযম হলে ওই আলিফকে **হামযাহ** বলে।

৫. উপরে কোনাকোনি চিহ্নকে **যবর** বলে। নিচে কোনাকোনি চিহ্নকে **যের** বলে। উপরে এক মাথা গোল চিহ্নকে **পেশ** বলে। উপরে মাথা বাঁকা চিহ্নকে **জযম** বলে এবং উপরে উল্টা তিন দাঁতের চিহ্নকে **তাশদীদ** বলে।

৬. এক যবর, এক যের ও এক পেশকে **হরকত** বলে।

৭. জযমওয়ালা হরফকে তার ডান দিকের হরকতের সঙ্গে একত্রে একবার পড়া যায়।

৮. তাশদীদওয়ালা হরফকে দুই বার পড়তে হয়, প্রথম বার তার ডান পাশের হরকতের সঙ্গে জযমের মতো এবং দ্বিতীয়বার নিজ হরকতের সঙ্গে।

৯. ب ج د ط ق (বা, জীম, দাল, ত্ব, ক্বফ) এই পাঁচ হরফে জযম হলে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করে পড়তে হয়। ইহাকে কলকলা বলে। যেমন ঃ اَبْ اِبْ اُبْ

১০. **হরকতের উচ্চারণ টেনে পড়াকে মাদ্দ বলে। মাদের হরফ তিনটিঃ ا و ي**

১১. **মাদ মোট ১০ প্রকার ঃ**

১ আলিফ মাদ ৩ প্রকার ঃ মাদ্দে তবায়ী, মাদ্দে বদল ও মাদ্দে লীন।

৩ আলিফ মাদ ২ প্রকার ঃ মাদ্দে আরযী, মাদ্দে মুনফাসিল।

৪ আলিফ মাদ ৫ প্রকার ঃ মাদ্দে মুত্তাসিল, মাদ্দে লাযিম কালমী মুছাক্কল, মাদ্দে লাযিম কালমী মুখফ্ফাফ, মাদ্দে লাযিম হরফী মুছাক্কল, মাদ্দে লাযিম হরফী মুখফফাফ।

১২. **উপরোল্লিখিত ১০টি মাদ ছাড়াও আর ১টি মাদ আছে। আর তা হলো-** দুই যবরের হরফে থামলে দুই যবরকে এক যবর বানিয়ে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। একে **মাদ্দে ইওয়ায বলে।** যেমন- ظُلْمًا থেকে ظُلْمَا যদি না থামে তবে মাদ্দ হবে না, বরং তানবীনের উচ্চারণ হবে।

১৩. কুরআন শরীফের কয়েকটি সূরার প্রথমে কিছু হরফ এসেছে যেগুলোকে হরফে হিজা'র মতো (যবর, যের ইত্যাদি) ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন করে উচ্চারণ করতে হয়। ইহাকে **হরূফে মুকত্তআত** বলে। যেমন ঃ الم (ا ل م) অর্থাৎ- আলিফ লাম মীম।

১৪. **অনুচ্চারিত হরফ ঃ** (১) জযম এবং তাশদীদের ডানে হরকত ছাড়া হরফ উচ্চারণ হয় না। (২) জযম এবং তাশদীদ পাশাপাশি আসলে জযম ওয়ালা হরফ উচ্চারণ হয় না। (৩) ওয়াও এবং ইয়ায়ে মাদুলা লেখা হয় পড়া যায় না।

১৫. আলিফে যায়েদা অর্থাৎ অতিরিক্ত আলিফ। কুরআন শরীফে অনেক আলিফে যায়েদা রয়েছে। যেগুলো লিখতে হয় কিন্তু পড়তে হয় না। এ জাতীয় আলিফকে **আলিফে যায়েদা** বলে। যেমন ঃ أَفَائِنْ – مَلَائِهٖ **আর কিছু জায়গায় আলিফে জমা বা বহুবচনের আলিফ আছে সেগুলোও পড়া যায় না।** যেমন ঃ نَبْلُوْا

১৬. **আল্লাহ শব্দের কায়দা ঃ** (১) আল্লাহ শব্দের তাশদীদের ডানে যবর অথবা পেশ আসলে আল্লাহ শব্দের লামকে পুর ও মোটা করে পড়তে হয়। ইহাকে **আল্লাহ শব্দের পুর** বলে। যেমন- اَللّٰهُ اَكْبَرُ (২) আল্লাহ শব্দের তাশদীদের ডানে যের আসলে আল্লাহ শব্দের লামকে বারিক ও পাতলা করে পড়তে হয়। ইহাকে **আল্লাহ শব্দের বারিক** বলে। যেমন- بِسْمِ اللّٰهِ

১৭. اَنَا (আনা) ঃ কুরআন শরীফের অনেক জায়গায় اَنَا (আনা) শব্দটি রয়েছে। নিচে বর্ণিত মাত্র চারটি اَنَا (আনা)কে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। যথা- اَنَابَ ، اَنَابُوْا، اَنَامِلَ ، اَنَاسِيَّ এছাড়া অন্য সব اَنَا (আনা)কে টেনে পড়া নিষেধ বরং اَنَ পড়তে হবে।

১৮. اِمَالَهْ (ইমালাহ) ঃ আরবি শব্দ, অর্থ- ঝুঁকানো। ঝুঁকিয়ে পাতলা স্বরে পড়াকে **ইমালাহ** বলে। কুরআনে এক জায়গায় ইমালাহ আছে। যেমন ঃ بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا অর্থাৎ মাজরিহা এর পরিবর্তে মাজরেহা পড়তে হবে।

১৯. নূনে সাকিন জযমওয়ালা নূনকে বলে। যেমন- نْ

২০. দুই যবর দুই যের দুই পেশকে তানবীন বলে। যেমন- بً بٍ بٌ

২১. নূনে সাকিন এবং তানবীনের উচ্চারণ একই ধরণের হয়। যেমন- بَنْ=بً (বান) بِنْ=بٍ (বিন) بُنْ=بٌ (বুন)।

২২. **নূন সাকিন ও তানবীনের কায়দা ঃ**
নূনে সাকিন এবং তানবীন ৪ প্রকারে পড়া যায় ঃ **ইকলাব, ইদগাম, ইযহার ও ইখফা।**
প্রত্যেক প্রকারের হরফের বিবরণ ঃ- ইকলাবের হরফ ১টি ঃ ب ইদগাম দুই প্রকারঃ ইদগামে বাগুন্নাহ ও ইদগামে বেলা গুন্নাহ। ইদগামে বাগুন্নার হরফ ৪টি ঃ ي م و ن

ইদগামে বেলা গুন্নার হরফ ২টি ঃ ر ل ইযহারের হরফ ৬টি ঃ ء ه ح خ ع غ ইখফার হরফ ১৫টি ঃ ت ث ج د ذ ز—س ش ص ض ط ظ—ف ق ك

ইযহারে মুতলাক ঃ সাকিনের বামে ইদগামে বাগুন্নার হরফ একই শব্দে আসলে গুন্নাহ ছাড়া স্পষ্ট করে পড়তে হয়। ইহাকে **ইযহারে মুতলাক** বলে। যেমন- صِنْوَانٌ

২৩. **ইদগামে ছগীর ৩ প্রকার ঃ** (১) ইদগামে মিছলাইন قَدْ دَّخَلُوْا (২) ইদগামে মুতাজানিছাইন عَبَدْتُّمْ (৩) ইদগামে মুতাক্বারিবাইন نَخْلُقْكُّمْ

বিঃ দ্রঃ ছোটদের সহজে বুঝানোর জন্য ইদগামে ছগীর আমরা এভাবে বলে থাকি, জযম এবং তাশদীদ পাশাপাশি আসলে জযম ওয়ালা হরফ পড়া যায় না।

২৪. **মীম সাকিনের কায়দা ঃ**
মীম সাকিন জযম ওয়ালা মীমকে বলে। **মীম সাকিন ৩ প্রকার** ঃ ইখফা, ইদগাম, ইযহার। ইখফার হরফ ১টি ب ইদগামের হরফ ১টি م এবং ب م ব্যতিত বাকি ২৭টি ইযহারের হরফ।

২৫. হরকতের বামে নূনে ও মীমে তাশদীদ হলে গুন্নাহ করে পড়তে হয়। ইহাকে **ওয়াজিব গুন্নাহ** বলে। যেমন- ثُمَّ عَمَّ اَنَّ اِنَّ

২৬. اِشْمَامِ (ইশমাম) ঃ কুরআন শরীফে কেবল একটি জায়গায় ইশমাম রয়েছে। দু'ঠোঁট একটু গোল করে (পেশের মতো) পড়াকে **ইশমাম** বলে। যেমন ঃ لَا تَأْمَنَّا

২৭. سَكْتَهْ (সাকতাহ) ঃ শ্বাস চালু রেখে আওয়ায বন্ধ করে সাকতার আগের শব্দকে পরের শব্দের সাথে মিলিয়ে পড়াকে **সাকতাহ** বলে। যেমন ঃ وَقِيْلَ مَنْ سكته رَاقٍ
সাকতাহ কুরআনের চার জায়গায় আছে।

২৮. ن (নূনে কুতনি) একটি ছোট নূন। দুই শব্দের বা দুই আয়াতের মাঝখানে এর অবস্থান। দুই আয়াত বা দুই শব্দ মিলিয়ে পড়ার সময় নূনে কুতনিতে যের দিয়ে মিলিয়ে পড়তে হয়। আর নূনে কুতনীর পূর্বের হরফে থামলে নূনে কুতনি পড়া যায় না। যেমন ঃ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ِۨ اللّٰهُ الصَّمَدُ ○

২৯. যে সমস্ত হরফের পূর্বে ال (আলিফ-লাম) আসলে আলিফ ও লাম একটিও পড়া যায় না, উহাকে হরূফে **শামসিয়্যাহ** বলে। যেমন ঃ وَالشَّمْسُ হরূফে শামসিয়্যাহ ১৪টি ঃ ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن

৩০. যে সমস্ত হরফের পূর্বে ال (আলিফ-লাম) আসলে আলিফ পড়া যায়না বরং শুধু লাম পড়া যায়, উহাকে **হরূফে কমারিয়্যাহ বলে**। যেমন ঃ وَالْقَمَرُ হরূফে কমারিয়্যাহ ১৪টি ঃ ا ب ج ح خ ع غ ف ق ك م ه و ي

৩১. **ر হরফ পড়ার কায়দা ঃ** র হরফটি দুই প্রকার ঃ পুর (মোটা) ও বারিক (পাতলা)। **র পাঁচ অবস্থায় পুর পড়তে হয় আর চার অবস্থায় বারিক পড়তে হয়।**

৩২. একটি বিশেষ নিয়ম ঃ খাড়া যবর, খাড়া যের ও উল্টা বিশিষ্ট হরফকে মাদের হরফ বলা হয়। যেমন ঃ لَهٗۤ اَصۡحَابٌ ও عِلۡمِهٖۤ اِلَّا (এখানে দুটিকে মাদের হরফ বলা হয়)।

৩৩. **ওয়াকফের কায়দা বা থামার নিয়মাবলী ঃ**

وقف ওয়াক্‌ফ শব্দটি আরবি শব্দ। এর অর্থ বিরতি নেওয়া বা থেমে যাওয়া। কুরআনে অনেক ওয়াকফের চিহ্ন রয়েছে।

থামার সংক্ষিপ্ত নিয়ম ঃ (১) থামার জায়গায় ছোট ل (লাম আলিফ) থাকলে থামা নিষেধ বরং মিলিয়ে পড়তে হবে। (২) م (ছোট মিম) থাকলে لازم وقف অর্থাৎ থামতেই হবে। (৩) আর যদি ل এবং م ছাড়া অন্য যে কোন চিহ্ন থাকে তবে পাঠকের ইচ্ছা থামতে পারে, নাও থামতে পারে।

ওয়াকফের আরো কিছু নিয়মাবলী ঃ

ক) থামার হরফে এক যবর, এক যের, এক পেশ, দুই যের, দুই পেশ এবং খাড়া যের ও উল্টা পেশ থাকলে জযম দ্বারা পরিবর্তন করে পড়তে হয়। যেমন خَلَقَ - خَلَقْ

খ) দুই যবরের হরফে থামলে দুই যবরকে এক যবর বানিয়ে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন ঃ حَيًّا থেকে حَيَّا

গ) গোল ة (তা) এর হরফে থামলে গোল ة (তা)কে গোল ه (হা) দ্বারা পরিবর্তন করে পড়তে হয়। جَنَّةٍ থেকে جَنَّهْ

৩৪. **তিলাওয়াতের সাজদাহ ঃ** سَجۡدَةٌ (সাজদাহ) এটি আরবি শব্দ। অর্থ- নত হওয়া বা সাজদা করা। কুরআন শরীফে **১৪টি** সাজদার আয়াত রয়েছে। সাজদার আয়াত তিলাওয়াত করলে বা শুনলে সাজদা করা ওয়াজিব। **সাজদা করার নিয়ম ঃ** সোজা দাঁড়িয়ে আল্লাহু আকবার বলে সাজদায় চলে যাবে। সাজদার তাসবীহ ৩ বার পড়বে। অতপর আল্লাহু আকবার বলে উঠে যাবে। কেবল **১টি** সাজদা করবে।

সাজদার ১৪টি আয়াত নিম্নে দেওয়া হল ঃ

সংখ্যা	সুরার নাম	আয়াত নং	সংখ্যা	সুরার নাম	আয়াত নং
১.	আরাফ	২০৬	৮.	নামল	২৫-২৬
২.	রা'দ	১৫	৯.	সাজদাহ	১৫
৩.	নাহল	৪৯-৫০	১০.	ছদ	২৪
৪.	বনি ইসরাঈল	১০৯	১১.	হা-মীম	৩৭-৩৮
৫.	মারইয়াম	৫৮	১২.	নাজম	৫২
৬.	হজ্ব	১৮	১৩.	ইনশিক্বাক	২১
৭.	ফুরকান	৬০	১৪.	আলাক্ব	১৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

নূরানী মাসায়িল সমূহ

ইস্তিঞ্জার (পেশাব-পায়খানার) আদব ঃ

৪ (চার) দিকে ফিরে ইস্তিঞ্জা করা নিষেধ ঃ

১. কিবলার দিকে মুখ করে। ২. কিবলার দিকে পিঠ করে। ৩. চন্দ্র ও সূর্যের দিকে মুখ করে। ৪. প্রবল বাতাসের দিকে মুখ করে।

১০ (দশ) জায়গায় ইস্তিঞ্জা করা নিষেধ ঃ

১. মানুষ চলাচলের রাস্তায়। ২. ছায়াদার ফলদার গাছের নিচে। ৩. অযু ও গোসলের স্থানে। ৪. গর্তের ভিতরে। ৫. কবরস্থানে। ৬. দাঁড়িয়ে বা হেটে হেটে। ৭. বিনা অযরে পানিতে। ৮. ঘরে বা বিছানায়। ৯. মাসজিদের আঙ্গিনায় বা ঈদগাহে। ১০. জনসম্মুখে।

৬ (ছয়) জিনিস নিয়ে ইস্তিঞ্জায় যাওয়া নিষেধ ঃ

১. আল্লাহ তা'আলার নাম। ২. নবীগণের নাম। ৩. ফেরেশতাগণের নাম। ৪. কুরআনের আয়াত। ৫. হাদীসের টুকরা। ৬. দোআ কালাম (উল্লেখিত বিষয়গুলো লিখিত বা অংকিত)।

১০ (দশ) জিনিস দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা নিষেধ ঃ

১. হাড্ডি। ২. কয়লা। ৩. কাগজ। ৪. কাঁচ। ৫. গাছের কাঁচাপাতা। ৬. খাদ্যদ্রব্য। ৭. শুকনা গোবর। ৮. জমজমের পানি। ৯. ডান হাত দ্বারা। ১০. ব্যবহৃত টিসু / ঢিলা দ্বিতীয় বার ব্যবহার করা।

ইস্তিঞ্জার সময় ৮ (আট) কাজ করা নিষেধ ঃ

১. কথা বলা। ২. যিকির করা বা তাসবীহ পড়া। ৩. কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা। ৪. সালাম দেওয়া। ৫. সালামের উত্তর দেওয়া। ৬. খাওয়া বা পান করা। ৭. মিসওয়াক করা। ৮. লেখা বা পড়া।

ইস্তিঞ্জার সময় ৮ (আট) কাজ করা সুন্নাত ঃ

১. বাম পা দিয়ে প্রবেশ করা। ২. জুতা-সেন্ডল পায়ে রাখা। ৩. মাথা ঢেকে রাখা। ৪. দিলে দিলে ইস্তিগফার করা। ৫. টিসু / ঢিলা ব্যবহার করা। ৬. পানি খরচ করা। ৭. ডান পা দিয়ে বের হওয়া। ৮. আগে-পরে দোআ পড়া।

অযু ও গোসলের মাসায়িল

অযুতে ৪ (চার) ফরয ঃ

১. সমস্ত মুখ ধোয়া। ২. দুই হাতের কনুইসহ ধোয়া। ৩. মাথার চার ভাগের এক ভাগ মাসাহ করা। ৪. দুই পায়ের টাখনুসহ ধোয়া।

অযু করার তরীকা ঃ

১. অযুতে নিয়্যাত করা সুন্নত। ২. অযুর শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নত। ৩. দুই হাতের কব্জিসহ তিনবার ধোয়া সুন্নত। ৪. মিসওয়াক করা সুন্নত। ৫. তিনবার কুলি করা সুন্নত। ৬. তিনবার নাকে পানি দেওয়া সুন্নত। ৭. সমস্ত মুখ তিনবার ধোয়া সুন্নত। ৮. ঘন দাড়ি খিলাল করা মুস্তাহাব। ৯. দুই হাতের কনুইসহ তিনবার ধোয়া সুন্নত। ১০. দুই হাতের আঙ্গুলগুলি খিলাল করা সুন্নত। ১১. সমস্ত মাথা একবার মাসাহ করা সুন্নত। ১২. দুই কান মাসাহ করা সুন্নত। ১৩. গর্দান মাসাহ করা মুস্তাহাব। ১৪. দুই পায়ের টাখনুসহ তিনবার ধোয়া সুন্নত। ১৫. দুই পায়ের আঙ্গুলগুলি খিলাল করা সুন্নাত। ১৬. অযুর শেষে কালিমায়ে শাহাদাত পড়া মুস্তাহাব।

অযু ভঙ্গের কারণ ৭ (সাত)টি ঃ

১. পায়খানা-পেশাবের রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হওয়া। ২. মুখ ভরে বমি হওয়া। ৩. শরীরের ক্ষতস্থান হতে রক্ত, পুঁজ বা যখমের পানি বের হয়ে গড়িয়ে পড়া। ৪. থুথুর সঙ্গে রক্তের ভাগ সমান বা বেশী হওয়া। ৫. চিৎ বা কাৎ হয়ে এবং হেলান দিয়ে ঘুমানো। ৬. পাগল, মাতল ও অচেতন হওয়া। ৭. নামাযে উচ্চস্বরে (জোরে জোরে) হাসা।

তায়াম্মুমে ৩ (তিন) ফরয ঃ

১. নিয়ত করা। (আমি পবিত্র হওয়ার জন্য তায়াম্মুম করতেছি)। ২. সমস্ত মুখ একবার মাসাহ করা। (পাক মাটি বা মাটি জাতীয় বস্তু স্পর্শ করে)। ৩. দুই হাতের কনুই একবার মাসাহ করা। (পাক মাটি বা মাটি জাতীয় বস্তু স্পর্শ করে)।

তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণ ৮ (আট)টি ঃ

অযু ভঙ্গের সাতটি এবং অষ্টম- পানি ব্যবহার করতে সক্ষম হওয়া।

গোসলে তিন ফরয ঃ

১. কুলি করা (রোযা না রেখে থাকলে গড়গড়া করা)। ২. নাকের নরম জায়গা পর্যন্ত পানি পৌঁছানো। ৩. সমস্ত শরীর ভালভাবে ধৌত করা।

গোসলের তরীকা ঃ

১. ইস্তিঞ্জা বা পেশাব-পায়খানা করা। ২. শরীরে বা কাপড়ে নাপাক লেগে থাকলে, ধোয়া। ৩. মাথায়, ডান কাঁধে ও পরে বাম কাঁধে পানি ঢালা। ৪. মহিলাদের অলংকারাদি থাকলে তা নাড়া-চাড়া করা। ৫. শরীরের যেসব জায়গা সাধারণতঃ শুষ্ক থাকে খেয়াল করে সেখানে পানি পৌঁছানো। ৬. নাপাক কাপড় তিনবার ধুয়ে তিনবার নিংড়ানো।

ফরয গোসলের কারণ ৪ (চার)টি ঃ

১. সঙ্গম করা। ২. বীর্যপাত হওয়া। ৩. হায়েয বা মাসিক শেষ হওয়া। ৪. নেফায শেষ হওয়া।

ওয়াজিব গোসলের কারণ ২ (দুইটি ঃ

১. মুসলমান হওয়ার জন্য গোসল করা। ২. মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া।

সুন্নাত গোসলের কারণ ৪ (চার)টি ঃ

১. জুমআর নামাযের জন্য গোসল করা। ২. ঈদের নামাযের জন্য গোসল করা। ৩. হজ্জের ইহরাম বাঁধার পূর্বে গোসল করা। ৪. আরাফাতের ময়দানে যাওয়ার পূর্বে গোসল করা।

মুস্তাহাব গোসলের কারণ ৭ (সাত)টি ঃ

১. শবে বরাতের ইবাদতের পূর্বে গোসল করা। ২. শবে কদরের ইবাদতের পূর্বে গোসল করা। ৩. মক্কা মুকাররমায় প্রবেশের পূর্বে গোসল করা। ৪. মদীনা মুনাওয়্যারায় প্রবেশের পূর্বে গোসল করা। ৫. মুযদালিফায় যাওয়ার পূর্বে গোসল করা। ৬. তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে গোসল করা। ৭. মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার পর গোসল করা।

ঈদে করনীয় কার্যাদী ঃ

১. মিসওয়াক করা। ২. গোসল করা। ৩. উত্তম কাপড় পরিধান করা। ৪. খুশবু লাগানো। ৫. ঈদ উল ফিতরের ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে মিষ্টি জাতীয় কিছু খাওয়া। ৬. ঈদ উল আযহার ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে কিছু না খাওয়া। ৭. ঈদগাহে সম্ভব হলে এক রাস্তা দিয়ে যাওয়া এবং অন্য রাস্তায় ফিরে আসা। ৮. পায়ে হেঁটে যাওয়া। ৯. ঈদগাহে যাওয়ার সময় নিম্নের দোআ (তাকবীরে তাশরীক) পড়া।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

১০. ঈদ উল আযহায় (কুরবানীর ঈদে) ৯ই যিলহজ্ব ফজর হতে ১৩ যিলহজ্ব আসর পর্যন্ত মোট ২৩ ওয়াক্ত নামাযের পর উপরোক্ত তাকবীরে তাশরীক পড়া।

ফরয রোযার নিয়্যত ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ غَدًا مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ فَرْضًا لَّكَ يَا اللهُ .

বাংলায় নিয়ত ঃ আমি রমযানের রোযা রাখার নিয়ত করতেছি।

ইফতারীর দোআ ঃ اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَ عَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ.

বাংলায় দোআ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্যই রোযা রেখেছি এবং তোমার দেওয়া রিযিক দিয়ে ইফতার করতেছি।

নামাযের মাসায়িল

নামাযের বাইরে এবং ভিতরে ১৩ (তের) ফরয ঃ

নামাযের বাইরে ৭ (সাত) ফরয ঃ

১. শরীর পাক হওয়া। ২. কাপড় পাক হওয়া। ৩. নামাযের জায়গা পাক হওয়া। ৪. সতর ঢেকে রাখা। ৫. কিবলামুখী হওয়া। ৬. নামাযের সময় হওয়া। ৭. নামাযের নিয়্যাত করা।

নামাযের ভিতরে ৬ (ছয়) ফরয ঃ

১. তাকবীরে তাহরীমা "আল্লাহু আকবার" বলা। ২. দাঁড়িয়ে নামায পড়া। ৩. কিরাত পড়া। ৪. রুকু করা। ৫. দুই সিজদা করা। ৬. আখিরী বৈঠক করা।

নামাযের ওয়াজিব ১৪ (চৌদ্দ)টি ঃ

১. সূরা ফাতিহা পুরা পড়া। ২. সূরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য সূরা মিলানো। ৩. রুকু, সিজদায় দেরী করা। ৪. রুকু হতে সোজা হয়ে দাঁড়ানো। ৫. দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা। ৬. দ্বিতীয় রাকাতে বসা। ৭. দোনো বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়া। ৮. ইমামের আস্তের কিরাত আস্তে ও জোরের কিরাত জোরে পড়া। উল্লেখ্য যে, মুক্তাদি সূরা কিরাত পড়বে না। মুনফারিদ (একা যে পড়ে) সকল কিরাত আস্তেই পড়বে। ৯. বিতরের নামাযে দোআয়ে কুনুত পড়া। ১০. দুই ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর বলা। ১১. ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকাতেই সুরা মিলানো। ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল নামাযের সকল রাকআতে সূরা মিলানো। ১২. প্রত্যেক রাকাতের ফরযগুলির তারতীব (ধারাবাহিকতা) ঠিক রাখা। ১৩. প্রত্যেক রাকাতের ওয়াজিবগুলির তারতীব (ধারাবাহিকতা) ঠিক রাখা। ১৪. "আসসালামু আলাইকুম" বলে নামায শেষ করা।

নামাযে সুন্নাতে মুআক্কাদাহ ১২ (বার)টি ঃ

১. দুই হাত উঠানো (পুরুষরা কান পর্যন্ত এবং মহিলারা কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে)। ২. দুই হাত বাঁধা। (পুরুষরা নাভির নিচে হাত বাঁধবে এবং মেয়েরা দুই হাত বুকের উপর রাখবে)। ৩. ছানা পড়া। ৪. তাআউয (আঊযুবিল্লাহ) পড়া। ৫. তাসমিয়াহ (বিসমিল্লাহ) পড়া। ৬. সূরা ফাতিহার শেষে (আস্তে) "আমীন" বলা। ৭. প্রত্যেক উঠা-বসায় "আল্লাহু আকবার" বলা। ৮. রুকুর তাসবীহ (সুবহানা রব্বিয়াল আযীম) পড়া। ৯. রুকু হতে উঠার সময় তাসমী' (সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ) ও তাহমীদ (রব্বানা লাকাল হামদ) পড়া। ১০. সাজদার তাসবীহ (সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা) পড়া। ১১. দুরূদ শরীফ পড়া। ১২. দোআয়ে মাছুরা পড়া।

নামাযের মাকরূহ ১০ (দশ)টি ঃ

১. উভয় কাঁধে চাঁদর বা রুমাল পেঁচিয়ে দুই প্রান্ত ঝুলিয়ে নামায পড়া। ২. ধুলা-বালির ভয়ে কাপড় টেনে নেওয়া বা হাত দিয়ে ধুলাবালি পরিস্কার করা। ৩. নামাযে শরীর বা কাপড় নিয়ে খেলা করা। ৪. আঙ্গুল ফোটানো। ৫. অলসতা বশতঃ হাই তোলা। ৬. সেজদার জায়গা ব্যতীত অন্যদিকে তাকিয়ে থাকা। ৭. প্রাণীর ছবিযুক্ত কাপড় পরিধান করে নামায পড়া অথবা আগে / পিছে প্রাণীর ছবি দৃশ্যমান থাকা। ৮. টিভি, ভিসিআর এবং খারাপ ডিভিডি কম্পিউটারে বা লেপটপে চলা অবস্থায় সে জায়গায় নামায পড়া। ৯. পেশাব-পায়খানার বেগ নিয়ে নামায পড়া। ১০. কিরাত পড়ার সময় আয়াতের ধারাবাহিকতা ভঙ্গ করা।

নামায ভঙ্গের কারণ ১৯টি ঃ

১. নামাযে অশুদ্ধ পড়া, (যা পড়লে অর্থ বদলে যায় বা ভুল হয়।)। ২. নামাযে দুনিয়াবী কথা বলা। ৩. কোন লোককে সালাম দেওয়া। ৪. সালামের উত্তর দেওয়া। ৫. বার বার উহ-আহ শব্দ করা। ৬. বিনা অযরে বার বার কাশি দেওয়া। ৭. আমলে কাছির করা বা অতিরিক্ত কাজ করা (এমন কাজ করা যা দেখলে মনে হয়, লোকটি নামায পড়ছে না)। ৮. বিপদে বা বেদনায় শব্দ করে কাঁদা। ৯. তিনবার সুবহানাল্লাহ বলার সময় পর্যন্ত সতর খুলে থাকা। ১০. ইমাম, মুক্তাদী ব্যতীত অপর ব্যক্তির লুকমা (ভুলের সংশোধনী) গ্রহন করা। ১১. সু-সংবাদ সংবাদের সুবহানাল্লাহ বলে এবং দু:খ সংবাদের ইন্নালিল্লাহ বলে উত্তর দেওয়া।

১২. "ইয়ার হামু কাল্লাহ বলে" হাঁচির উত্তর দেওয়া। ১৩. নাপাক জায়গায় সিজদা করা। ১৪. কিবলার দিক হতে সীনা (বুক) ঘুরে যাওয়া। ১৫. নামাযে কুরআন শরীফ দেখে পড়া। ১৬. নামাযে শব্দ করে হাসা। ১৭. নামাযে দুনিয়ার নিয়মে দুনিয়াবী কোন বস্তুর জন্য দোআ করা। ১৮. নামাযে চনা বুট পরিমান কিছু খাওয়া এবং এক ঢোঁক পরিমান কিছু পান করা। ১৯. ইমামের পূর্বে মুক্তাদি রুকু-সিজদা সম্পন্ন করা অথবা ইমামের জায়গা হতে মোক্তাদী অগ্রসর হওয়া।

চার রাকআত নামাযে ৬৫টি মাসআলাহ

(নামাযে প্রথম রাকআতে রুকুর আগে ১১টি মাসআলাহ)

১.	হাত উঠানো	-সুন্নত
২.	তাকবীরে তাহরীমা اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলা	-ফরয
৩.	হাত বাঁধা	-সুন্নত
৪.	ছানা পড়া	-সুন্নত
৫.	আউযু বিল্লাহ পড়া	-সুন্নত
৬.	বিসমিল্লাহ পড়া	-সুন্নত
৭.	সূরা ফাতিহা পড়া	-ওয়াজিব
৮.	সূরা ফাতিহার পর 'আমীন' বলা	-সুন্নত
৯.	সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া	-মুস্তাহাব
১০.	সূরা মিলানো	-ওয়াজিব
১১.	কিরআত পড়া	-ফরয

(রুকুতে ৭টি মাসআলাহ)

১.	রুকুতে যাওয়ার সময় اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলা	-সুন্নত
২.	রুকু করা	-ফরয
৩.	রুকুতে দেরী করা	-ফরয
৪.	রুকুতে গিয়ে ৩/৫/৭ বার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ বলা	-সুন্নত
৫.	রুকু হতে উঠার সময় سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলা	-সুন্নত
৬.	রুকু হতে সোজা হয়ে দাঁড়ানো	-ওয়াজিব
৭.	রুকু হতে সোজা খাড়া হয়ে رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলা	-সুন্নত

(প্রথম সাজদাতে ৬টি মাসআলাহ)

১. সাজদাতে যাওয়ার সময় اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলা -সুন্নত
২. সাজদা করা -ফরয
৩. সাজদাতে দেরী করা -ওয়াজিব
৪. সাজদাতে গিয়ে ৩/৫/৭ বার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى বলা -সুন্নত
৫. সাজদা হতে উঠার সময় اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলা -সুন্নত
৬. দুই সাজদার মাঝে সোজা হয়ে বসা -ওয়াজিব

(দ্বিতীয় সাজদাতে ৬টি মাসআলাহ)

১. সাজদাতে যাওয়ার সময় اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলা -সুন্নত
২. সাজদা করা -ফরয
৩. সাজদাতে দেরী করা -ওয়াজিব
৪. সাজদাতে গিয়ে ৩/৫/৭ বার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى বলা -সুন্নত
৫. সাজদা হতে উঠার সময় اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলা -সুন্নত
৬. সাজদা হতে সোজা হয়ে দাঁড়ানো -ফরয

(দ্বিতীয় রাকআতে রুকুর আগে ৭টি মাসআলাহ)

১. হাত বাঁধা -সুন্নত
২. বিসমিল্লাহ পড়া -সুন্নত
৩. সূরা ফাতিহা পড়া -ওয়াজিব
৪. সূরা ফাতিহার পর 'আমীন' বলা -সুন্নত
৫. সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া -মুস্তাহাব
৬. সূরা মিলানো -ওয়াজিব
৭. কিরআত পড়া -ফরয

{দ্বিতীয় রাকআতে রুকুর ৭টি, প্রথম সাজদার ৬টি ও দ্বিতীয় সাজদার ৬টি মাসআলা প্রথম রাকআতের মতো}

(শেষ বৈঠকে ৫টি মাসআলাহ)

১. শেষ বৈঠক করা -ফরয
২. তাশাহ্হুদ পড়া -ওয়াজিব
৩. দরূদ পড়া -সুন্নত
৪. দু'আয়ে মাছুরা পড়া -সুন্নত
৫. সালামের মাধ্যমে নামায শেষ করা -ওয়াজিব

{বিতের, সুন্নত ও নফল নামাযের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতের মাসআলাহ এবং রুকু-সাজদার মাসআলাহ প্রথম রাকআতের মতো।}

(ফরয নামাযের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতে রুকুর আগে ৪টি মাসআলাহ)

১. হাত বাঁধা -সুন্নত
২. বিসমিল্লাহ পড়া -সুন্নত
৩. সূরা ফাতিহা পড়া -ওয়াজিব
৪. সুরা ফাতিহার পর আমীন বলা -সুন্নত

{উল্লেখ্য যে, ফরয নামাযের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতে সূরা মিলাবে না।}

নামাযে সহূ সাজদার ব্যবহার

▣ **সাহূ সাজদাহ কাকে বলে ঃ** ত্রুটিযুক্ত নামাযকে ত্রুটিমুক্ত করার জন্য যে অতিরিক্ত দুই সাজদাহ করা হয় তাকে সাহূ সাজদা বলে।

▣ **উল্লেখ্য যে,**

➢ ১২টি সুন্নাতে মুআক্কাদায় যে কোন ধরণের ত্রুটি হলে সাহূ সাজদার প্রয়োজন হয় না। নামায হয়ে যাবে এমনকি পুনরায় পড়তেও হবে না।

➢ ১৩টি ফরযে কোন ত্রুটি হলে সহূ সাজদা করলেও নামায ত্রুটি মুক্ত হবে না। নামায পুনরায় পড়তেই হবে। (ক্ষতিপূরণ বা বিকল্প ব্যবস্থা নেই)।

➢ ১৪টি ওয়াজিবে কোন ত্রুটি হলে সাহূ সাজদা দ্বারা তা ত্রুটিমুক্ত বা পরিশুদ্ধ করে নিতে পারবে।

▣ **সাহূ সাজদা ওয়াজিব হওয়ার কারণসমূহ ঃ** ওয়াজিব ছুটে যাওয়া, এক ওয়াজিব একাধিক বার করা, আগের ওয়াজিবকে পরে আদায় করা এবং পরের ওয়াজিবকে আগে আদায় করা।

▣ **সাহূ সাজদা করার নিয়ম ঃ** শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদের পর শুধু ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে পুনরায় দুই সাজদা করে তাশাহহুদ, দুরূদ শরীফ ও দোআয়ে মাছুরাহ পড়ে উভয় দিকে সালাম ফিরাবে।

সুন্নত তরীকায় মহিলাদের নামায পড়ার পদ্ধতি

নামায পড়ার নিয়মের মধ্যে পুরুষদের সাথে মহিলাদের কিছু পার্থক্য রয়েছে। নিম্নবর্ণিত মাসআলাগুলোর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখে মহিলাগণ নামায পড়বেন।

১. মহিলাগণ নামাযের শুরুতে তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় হাত কান পর্যন্ত উঠাবে না; বরং কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে।
২. মহিলাগণ তাকবীর বলার সময় দু'হাতকে আস্তিন, ওড়না বা চাঁদরের ভিতর থেকে বের করবে না।
৩. মহিলাগণ সিনার ওপরে হাত বাঁধবে (পদ্ধতি হল ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর রাখবে)।
৪. মহিলাগণ হাত বাঁধা অবস্থায় হাতের আঙ্গুলগুলো পরস্পর মিলিয়ে রাখবে।
৫. মহিলাগণ উভয় পা মিলিয়ে দাঁড়াবে। উভয় পায়ের মাঝে কোন ফাঁক রাখবে না।
৬. উভয় বাজুও বগলের সাথে মিলিয়ে রাখবে।
৭. রুকুতে মহিলাগণ পুরুষদের মতো কোমর ও মাথা বরাবর রাখতে হবে না, বরং মহিলারা পুরুষদের তুলনায় রুকুতে কম ঝুকবে।
৮. মহিলাগণ রুকুতে হাঁটুকে শক্ত করে না ধরে রানের উপর (হাঁটু পর্যন্ত) হাত স্বাভাবিকভাবে রাখবে।
৯. রুকুতে হাতের আঙ্গুলগুলো পরস্পর মিলিয়ে রাখবে।
১০. রুকুতে হাঁটুকে বাঁকা করে রাখবে এবং বাজু শরীরের সাথে মিশিয়ে রাখবে।
১১. মহিলাগণ সাজদার সময় তাদের পেট রানের সাথে মিলিয়ে রাখবে এবং দু'হাতের বাজুও পাঁজরের সাথে মিলিয়ে রাখবে।
১২. সাজদার সময় মাথা যথা সম্ভব শরীরের কাছাকাছি রাখবে।
১৩. মহিলাগণ সাজদায় পা খাড়া রাখার পরিবর্তে উভয় পা ডান দিক বের করে মাটিতে বিছিয়ে রাখবে।
১৪. মহিলাগণ সাজদার অবস্থায় কনুইসহ উভয় বাহু মাটির সাথে মিলিয়ে রাখবে।
১৫. অত্যন্ত জড়সড় হয়ে সাজদা করবে।
১৬. মহিলাগণ সাজদাদ্বয়ের মাঝে এবং আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় যখন বসবে তখন বাম নিতম্বের উপর বসবে এবং উভয় পা ডান দিক দিয়ে বের করে ডান পায়ের গোছাকে বাম পায়ের গোছার উপর রাখবে।
১৭. মহিলাগণ বসা অবস্থায় হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখবে।
১৮. পুরুষদের প্রতি নির্দেশ হলো, শুধু রুকু অবস্থায় হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁকা রাখবে এবং সাজদার সময় আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখবে। এছাড়া বাকী সর্বাবস্থায় মিলিয়ে সাভাবিকভাবে রাখবে। কিন্তু মহিলাদের প্রতি নির্দেশ হলো, তারা তাদের আঙ্গুলগুলো সর্বাবস্থায় মিলিয়ে রাখবে। অর্থাৎ, আঙ্গুলগুলোর পরস্পরের মধ্যে যাতে কোন ফাঁক না থাকে সেটা রুকুর অবস্থা হোক বা সাজদার অবস্থা হোক, দুই সাজদার মাঝে বসার অবস্থা হোক কিংবা আত্তাহিয়্যাতুর (বৈঠকের) অবস্থা হোক।
১৯. মহিলাদের জন্য জামা'আতে উপস্থিত হওয়া মাকরূহ, তাদের জন্য একাকী নামায পড়াই উত্তম।
২০. পুরুষ ব্যতীত শুধুমাত্র মহিলাদের জামা'আতে নামায পড়া মাকরূহ।
২১. পুরুষের সাথে মহিলাগণ জামা'আতে উপস্থিত হলে তাদেরকে পুরুষের পিছনে খাড়া করতে হবে।
২২. মহিলাগণের উপর জুমআর নামায ওয়াজিব না, হ্যাঁ মহিলাগণ জুমআর নামায পড়লে তা (যোহরের পরিবর্তে) আদায় হয়ে যাবে, আলাদা আর ঐ দিনের যোহরের নামায পড়তে হবে না।
২৩. মহিলাদের জন্য ঈদের নামায পড়া ওয়াজিব না।
২৪. মহিলাগণ উচ্চস্বরে তাকবীরে তাশরীক বলবে না।
২৫. মহিলাগণ কোন নামাযেই উচ্চস্বরে কিরা'আত পাঠ করবে না বরং সকল নামাযেই চুপে চুপে কিরা'আত পাঠ করবে।
২৬. মহিলাদের ফজর নামাযে দেরী করা মোস্তাহাব নয়, বরং আউয়াল ওয়াক্তে পড়াই মোস্তাহাব। পক্ষান্তরে পুরুষদের ফজরের নামায দেরী করে পড়া মোস্তাহাব।

মহিলাদের নামাযের নিয়মে যে সব ক্ষেত্রে পুরুষদের নামাযের সাথে পার্থক্য রয়েছে উপরে শুধু সে সব পার্থক্যের বিশেষ স্থান সমূহ-ই উল্লেখ করা হয়েছে। বাকী নামাযের পুরো নিয়ম-কানুন পুরুষদের নামাযের পদ্ধতি থেকে জেনে নিবে।

কালিমা ও দোআ সমূহ

কালিমা ত্বয়্যিবাহ ঃ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

অর্থ ঃ আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। হযরত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রসূল।

কালিমা শাহাদাত ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই, তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহ তাআলার বান্দা ও রসূল।

কালিমা তাওহীদ ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

অর্থ ঃ আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই। সমস্ত বাদশাহী তাঁরই জন্য এবং সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দেন। তিনি চিরঞ্জীব তিনি কখনও মরবেন না। সমস্ত কল্যান তাঁরই হাতে। তিনি সর্বশক্তিমান।

কালিমা তামজীদ ঃ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

অর্থ ঃ আল্লাহ তাআলা অতি পবিত্র; সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য। আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। আল্লাহপাক সর্বমহান।

ঈমানে মুজমাল ঃ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَآئِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ

অর্থ ঃ সর্বমহান সুন্দর নাম ও গুণ বিশিষ্ট আল্লাহ তাআলার উপর ঈমান আনলাম এবং তাঁর আদেশাবলী ও নিষেধসমূহ মেনে নিলাম।

ঈমানে মুফাস্‌সাল ঃ

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ .

অর্থ ঃ আমি ঈমান আনলাম আল্লাহ তাআলার উপর এবং তাঁর ফেরেশতাগণের উপর; তাঁর কিতাবসমূহের উপর ; তাঁর রাসূলগণের উপর ; আখিরাতের দিনের উপর ; তাকদীরের ভাল-মন্দের উপর এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার উপর।

নামাযের দোআ সমূহ

নিয়ত প্রসঙ্গ ঃ নামাযে দাঁড়ালে প্রথমে স্থির করবে যে, কোন্ নামায পড়বে। মনের এরকম ইচ্ছাকে নিয়ত বলা হয়। উদাহরণতঃ ফজরের দুই রাকআত সুন্নত পড়বে তো নিয়ত করবে ঃ আমি ফজরের দুই রাকআত সুন্নত পড়ার নিয়ত করতেছি এবং ইমামের পিছনে ফজরের ফরয নামায আদায় করলে বলবে, আমি ইমামের পিছনে ফজরের দুই রাকআত ফরয নামায পড়ার নিয়ত করতেছি। এমনিভাবে প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযের রাকআত উল্লেখ করে নিয়ত করবে। (জামাআতে নামায পড়লে **"ইমামের পিছনে"** কথাটি নিয়তের ভিতর আনতে হবে)। **আর একটি বিষয়**, নামাযে যেহেতু ফরয আছে, সুন্নত আছে এবং নফল আছে। সুতরাং, পার্থক্য করার জন্য নিয়ত থাকতে হবে, আমি ফরয পড়তেছি না সুন্নত পড়তেছি, দুই রাকআত পড়তেছি না চার রাকআত পড়তেছি।

বিঃদ্রঃ নিয়ত বলা হয় মনের ইচ্ছাকে। এটা প্রকাশ করার জন্য মুখে উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় না। যেমন, কেহ চোখে চশমা লাগানোর সময় মুখে বলে না যে, আমি চশমাটা চোখে লাগাচ্ছি, বাংলায়ও বলা হয় না আরবীতেও বলা হয় না। তবুও কিছু কিছু কিতাবে আরবীতে নিয়ত লেখা আছে যেগুলোর মাধ্যমে জনসাধারণ বিভ্রান্তিতে পড়ে আছে, অনেকেই বলে থাকেন যে, নিয়ত আরবীতে না জানলে নামায কেমনে পড়বো। এটা একেবারেই ভুল কথা। তাছাড়া আমরা যারা এরাবিক দেশে বসবাস করি না তারা সঠিকভাবে আরবী বলতে না পারার কারণে নিয়ত করার মধ্যে ভুল আসতে পারে। সুতরাং, সঠিকভাবে আরবীতে নিয়ত না জানলে বলবে না। নিম্নে উদাহরণ স্বরূপ এক ওয়াক্তের নিয়ত উল্লেখ করা হলো ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَةِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ فَرْضِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَاقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ

প্রথমে **তাকবীর** বলে শুরু করবে ঃ اَللّٰهُ اَكْبَرُ (তাকবীরে তাহরীমাহ মুখে বলা ফরয)

অতপর **ছানা** পড়বে ঃ

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ

এরপর **তাআউয ও তাসমিআহ** বলবে ঃ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ○ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

এরপর **সূরা ফাতিহা** পড়ে **আমীন** বলে যে কোন সূরা বা সূরা কাউছার এর পরিমাণ কোন আয়াত (কিরাত হিসেবে) তিলাওয়াত করে আল্লাহু আকবার বলে রুকুতে যাবে। রুকুতে তিন, পাঁচ বা সাতবার **রুকুর তাসবীহ** পড়বে ঃ

سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

রুকু থেকে উঠার সময় বলবে **তাসমী' ঃ** سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ এবং দাঁড়িয়ে

বলবে **তাহমীদ ঃ** رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ এবং حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ

অতপর আল্লাহু আকবার বলে সাজদায় গিয়ে তিন, পাঁচ বা সাতবার বলবে **সাজদার তাসবীহ ঃ** سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى প্রথম সাজদাহ করে স্থির হয়ে বসে পড়বে

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَعَافِنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَارْفَعْنِيْ

দুই সাজদাহ করে ২য়/৩য়/৪র্থ রাকআতে বসে পড়বে **তাশাহ্হুদ ঃ**

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ط اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ ط اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ .

উল্লেখ্য যে, যদি নামায তিন রাকআত বা চার রাকআত বিশিষ্ট হয় তবে তাশাহ্হুদ পড়ার পর আল্লাহু আকবার বলে তৃতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে।

অন্যথায় যদি সালাম ফিরানোর ইচ্ছা থাকে তবে তাশাহহুদের পর **দুরূদ শরীফ** পড়বেঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ ط اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ . اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ ط اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ .

দুরূদ শরীফ শেষ করে **দোআয়ে মাছুরাহ** পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّآ اَنْتَ فَاغْفِرْلِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

নামায শেষ করার সময় সালাম বলবে ঃ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

বেতের এর তৃতীয় রাকআতে বিসমিল্লাহ, সূরা ফাতিহা ও কিরাত পড়ার পর দোআয়ে কুনূত পড়বে এবং এরপর রুকুতে যাবে।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ ، اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ .

নবী কারীম (স.) ফরয নামায শেষে (দোআ হিসাবে) বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

মুনাজাত

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا ○

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○ وَتُبْ عَلَيْنَآ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○ سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ○ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ○ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ اٰمِيْنَ ، بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ○

সালাতুত তাসবীহ (নামাযের) দোআ ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ .

সলাতুল জানাযা

জানাযার নিয়ত ঃ আমি জানাযার নামায পড়তেছি, আল্লাহু আকবার।
জানাযার ১ম তাকবীরের পর **জানাযার ছানা** পড়বে ঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَآؤُكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ .

জানাযার ২য় তাকবীরের পর **দুরূদ শরীফ** পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ ط اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ . اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ ط اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ .

জানাযার ৩য় তাকবীরের পর নিম্নের **দোআ** পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَآئِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثٰنَا ط اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ ط وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ .

জানাযার ৪র্থ তাকবীরের পরে বলবে 'সালাম' ঃ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

লাশ কবরে রাখার সময় পড়বে ঃ بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ .

লাশের উপর তিন মুষ্টি মাটি দেওয়ার সময় পড়বে ঃ

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى

তৃতীয় অধ্যায়

মাছনূন দোআ

১. কুরআন তিলাওয়াতের সময় পড়বে ঃ	اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.
২. সকল ভালো কাজের প্রথমে পড়বে ঃ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.
৩. ঘুমাবার সময় পড়বে ঃ	اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى.
৪. খারাপ স্বপ্ন দেখলে পড়বে ঃ	اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَشَرِّ هٰذِهِ الرُّؤْيَا.
৫. ঘুম হতে উঠার সময় পড়বে ঃ	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَحْيٰنَا بَعْدَ مَآ اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ.
৬. ইস্তিঞ্জায় (পেশাব-পায়খানায়) যাওয়ার সময় পড়বে ঃ	اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَآئِثِ.
৭. ইস্তিঞ্জা শেষ করে ডান পা দিয়ে বের হয়ে পড়বে ঃ	غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَعَافَانِىْ.
৮. অযুর শুরুতে পড়বে ঃ (টয়লেটের ভিতরে অযু করার সময় পড়বে না)	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
৯. অযুর শেষে আকাশের দিকে তাকিয়ে পড়বে ঃ (শাহাদত ও দোআ)	اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ط اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ.
১০. কাপড় পরিধান করার সময় পড়বে ঃ	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَا قُوَّةٍ
১১. ঘর হতে বের হওয়ার সময় পড়বে ঃ	بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.

১২. আযানের বাক্যগুলো মুআযযিনের সাথে সাথে বলা জরুরী। দুনিয়াবী কাজ কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রেখে আযানের জাওয়াব দিতে হয়। আযান শেষে পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَتِ التَّآمَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَآئِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَ نِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَ نِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

১৩. মাসজিদে প্রবেশ করার সময় প্রথমে ডান পা রেখে পড়বে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ط اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْٓ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

১৪. মাসজিদ হতে বের হওয়ার সময় প্রথমে বাম পা রেখে পড়বে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ط اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

১৫. ঘরে প্রবেশ করার সময় পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا.

১৬. খানা খাওয়ার শুরুতে পড়বে ঃ — بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى بَرَكَةِ اللّٰهِ.

১৭. খাওয়ার শুরুতে দোআ ভুলে গেলে স্মরণ হওয়া মাত্র পড়বে ঃ — بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ.

১৮. খাওয়া শেষ করে পড়বে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَطْعَمَنَا وَسَقٰنَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

১৯. দাওয়াত খাওয়ার পর পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَّنْ اَطْعَمَنِىْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِىْ.

২০. ফল খাওয়ার সময় পড়বে ঃ — اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ ثَمَرِنَا

২১. দুধ পান করার পর পড়বে ঃ — اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ.

২২. প্রত্যহ সকালে নিম্নের দোআ ৩ বার পড়বে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَايَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ ط وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ .

২৩. যেকোন রোগ থেকে শেফার জন্য পড়বে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ (৩ বার) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّ مَآ اَجِدُ وَاُحَاذِرُ .

২৪. করোনা বা যে কোনো মহামারি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُوْنِ وَالْجُزَامِ وَمِنْ سَيِّءِ الْاَسْقَامِ

২৫. কারো উপর বদ নযর লাগলে পড়বে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اذْهَبْ حَرَّهَا وَبَرْدَهَا وَوَصَبَهَا .

২৬. জ্বর হলে পড়বে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الْكَبِيْرِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَّعَّارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ

২৭. রোগী দেখতে গেলে পড়বে ঃ

اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لَا شِفَآءَ اِلَّا شِفَآؤُكَ شِفَآءً لَّا يُغَادِرُ سَقَمًا .

২৮. হাঁচি দিয়ে পড়বে ঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এটা যে শুনবে সে বলবে তা يَرْحَمُكَ اللّٰهُ

শুনে প্রথম ব্যক্তি বলবে ঃ يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ

২৯. আয়নায় মুখ দেখার সময় পড়বে ঃ اَللّٰهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِىْ فَحَسِّنْ خُلُقِىْ .

৩০. মাকসাদ হাসিলের জন্য পড়বে ঃ اَللّٰهُمَّ وَاقِعَةً كَوَاقِعَةِ الْوَلِيْدِ

৩১. ঋণগ্রস্ত হলে পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ .

৩২. উপরে ওঠার সময় পড়বে ঃ اَللّٰهُ اَكْبَرُ নিচে নামার সময় পড়বে ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ আর সমতল স্থানে চলার সময় পড়বে ঃ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

৩৩. কোন বৈঠক হতে উঠার সময় পড়বে ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ.

৩৪. পানি ও আকাশ পথে (পুল, নৌকা, লঞ্চ, জাহাজ, হেলিকপ্টার ও উড়ো জাহাজে) ভ্রমণ করার সময় পড়বে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا ط اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

৩৫. স্থল পথে যানবাহনের উপর আরোহণ করে পড়বে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ط وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ .

৩৬. বাজারে গিয়ে পড়বে ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

৩৭. শবে কদর জানতে বা বুঝতে পারলে পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ .

৩৮. গুনাহ মাফ চাওয়ার জন্য পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِيْ وَرَحْمَتُكَ اَرْجٰى عِنْدِيْ مِنْ عَمَلِيْ.

৩৯. কবর যিয়ারতের সময় পড়বে ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَآ اَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ ط اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ .

৪০. কবর যিয়ারতের সময় সম্ভাব্য নিম্নের দোআ / সূরাসমূহ তিলাওয়াত করবে ঃ
(ক) ইস্তেগফার (খ) দুরূদ শরীফ (গ) সূরা ফাতিহা (ঘ) সূরা ইখলাস (ঙ) সূরা তাকাছুর (চ) সূরা আলাম নাশরহ (ছ) সূরা ইয়াসীন, ইত্যাদি।

দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারিক দোআ

ভালো কাজের শুরুতে	بِسْمِ اللّٰهِ	বিসমিল্লাহ
ভবিষ্যতে কাজের ইচ্ছা থাকলে	اِنْ شَآءَ اللّٰهِ	ইংশা আল্লাহ
আশ্চার্যান্বিত হলে	سُبْحَانَ اللّٰهِ	সুবহানাল্লাহ
আল্লাহর মহত্ব প্রকাশে	اَللّٰهُ اَكْبَرُ	আল্লাহু আকবার
দু:খ বেদনা ও বিপদে	اِنَّا لِلّٰهِ	ইন্না লিল্লাহ
কৃতজ্ঞতা প্রকাশে	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ	আলহামদুলিল্লাহ
মনমুগ্ধকর জিনিস দেখলে/শুনলে	مَاشَآءَ اللّٰهُ	মাশাআল্লাহ
ধন্যবাদ জ্ঞাপনে	جَزَاكَ اللّٰهُ	জাযাকাল্লাহ
হাঁচির দেওয়ার পর	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ	আলহামদুলিল্লাহ
আলহামদুলিল্লাহ শুনে	يَرْحَمُكَ اللّٰهُ	ইয়ারহামুকাল্লাহ
গুনাহ মাফের জন্য	اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ	আস্তাগফিরুল্লাহ
বিদায়ের সময়	فِيْ اَمَانِ اللّٰهِ	ফী আমানিল্লাহ
ধৈর্য ধারণে	تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ	তাওয়াক্কালতু আলল্লাহ
আল্লাহর নাফরমানির বিষয়ে	نَعُوْذُ بِاللّٰهِ	নাঊযুবিল্লাহ
পিতামাতার জন্য দোআ	رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا	রব্বির হামহুমা কামা রব্বাইয়ানী ছগীরা

চতুর্থ অধ্যায়

নবীজীর ৪০টি হাদীস

১.	**কুরআন মাজিদ শিক্ষা বিষয়ে ঃ** خَيْرُكُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ. অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যিনি কুরআন মাজিদ শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়। (বুখারী)
২.	**কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত বিষয়ে ঃ** اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ تِلَاوَةُ الْقُرْاٰنِ. অর্থ ঃ কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত সর্বোত্তম ইবাদত। (বুখারী)
৩.	**ইলমে দ্বীন শিক্ষার গুরুত্ব বিষয়ে ঃ** طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ অর্থ ঃ ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। (ইবনেমাজাহ)
৪.	**তাবলীগ (ইসলামের প্রচার-প্রসার) বিষয়ে ঃ** بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً. অর্থ ঃ নবী কারীম (স.) বলেছেন, আমার পক্ষ থেকে একটি বাক্য হলেও পৌঁছিয়ে দাও। (বুখারী)
৫.	**"নিয়্যতের নির্ভরতা" (ভাল নিয়্যত হলে সওয়াব, খারাপ হলে গুনাহ) প্রসঙ্গেঃ** اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. অর্থ ঃ আমলের প্রতিদান নিয়তের উপর নির্ভর করে। (বুখারী)
৬.	**"লজ্জা ঈমানের অংশ" প্রসঙ্গে ঃ** اَلْحَيَآءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ. অর্থ ঃ লজ্জা ঈমানের ৭৭টি অংশের একটি অংশ। (বুখারী ও মসলিম)
৭.	**নামায আদায়ের গুরুত্ব ও ফযীলত বিষয়ে ঃ** مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلٰوةُ. অর্থ ঃ নামায বেহেশতের চাবি। (দারামী)
৮.	**দোআর গুরুত্ব ও ফযীলত বিষয়ে ঃ** اَلدُّعَآءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ. অর্থ ঃ দোআ ইবাদতের মগজ। (তিরমিযী)
৯.	**রোযার গুরুত্ব ও ফযীলত বিষয়ে ঃ** اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ مِّنَ النَّارِ. অর্থ ঃ রোযা দোযখ হতে মুক্তির ঢাল স্বরূপ। (ইবনে মাজাহ)
১০.	**শরীরের যাকাত সংক্রান্ত ঃ** لِكُلِّ شَىْءٍ زَكٰوةٌ وَزَكٰوةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ অর্থ ঃ প্রত্যেক জিনিসের যাকাত আছে; শরীরের যাকাত হলো- রোযা। (ইবনে মাজাহ)

১১. **হজ্জ আদায় প্রসঙ্গে ঃ**

اَلْحَجُّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهٗ.

অর্থ ঃ মাকবুল হজ্জ পিছনের সমস্ত গুনাহ মিটিয়ে দেয়। (নাসায়ী)

১২. **পিতা-মাতার হক আদায় প্রসঙ্গে ঃ**

اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ.

অর্থ ঃ বেহেশত মায়েদের পায়ের নিচে। অর্থাৎ- পিতা-মাতার হক আদায় ও খেদমত দ্বারা বেহেশত অর্জিত হবে। (মিশকাত)

১৩. **আত্মীয়তা ছিন্নকারীর শাস্তি প্রসঙ্গে ঃ**

لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ.

অর্থ ঃ আত্মীয়তা ছিন্নকারী বেহেশতে যাবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

১৪. **সম্পর্ক স্থাপন বা বন্ধুত্ব করা প্রসঙ্গে ঃ**

لَاتُصَاحِبْ اِلَّا مُؤْمِنًا وَّلَا يَاْكُلْ طَعَامَكَ اِلَّا تَقِيٌّ.

অর্থ ঃ মুমিনকেই কেবল বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে। মুত্তাকী ব্যক্তিকেই কেবল খানা খাওয়াবে। (তিরমিযী)

১৫. **মুসলমানকে গালি দেওয়া ও হত্যা করা প্রসঙ্গে ঃ**

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَّقِتَالُهٗ كُفْرٌ.

অর্থ ঃ মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসিকী (কবিরা গুনাহ) এবং মুসলমানকে হত্যা করা কুফুরী (ধর্মান্তরীত হওয়া)। (বুখারী)

১৬. **প্রথম সালাম দেওয়া প্রসঙ্গে ঃ**

اَلْبَادِئُ بِالسَّلَامِ بَرِيْءٌ مِّنَ الْكِبْرِ.

অর্থ ঃ প্রথম সালামকারী অহংকার মুক্ত। (বাইহাকী)

১৭. **সত্যিকার তওবা করার ফযীলত প্রসঙ্গে ঃ**

اَلتَّآئِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَّا ذَنْبَ لَهٗ.

অর্থ ঃ গুনাহ হতে (সঠিক) তওবাকারী বেগুনাহ ব্যক্তির সমতুল্য। (ইবনে মাজাহ)

১৮. **হারাম খাওয়ার অপকারিতা প্রসঙ্গে ঃ**

لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِيَ بِالْحَرَامِ.

অর্থ ঃ হারাম দ্বারা লালিত পালিত শরীর বেহেশতে যাবে না। (বাইহাকী)

১৯. **অপরকে দয়া প্রদর্শন প্রসঙ্গে ঃ**

لَايَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لَّا يَرْحَمُ النَّاسَ.

অর্থ ঃ যে মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করবেন না। (বুখারী)

২০. **"প্রকৃত মুমিন কে" এ প্রসঙ্গে ঃ**

اَلْمُؤْمِنُ مَنْ اَمِنَهُ النَّاسُ عَلٰى دِمَآئِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ.

অর্থ ঃ প্রকৃত মুমিন ঐ ব্যক্তি যার কাছে অন্য মানুষ জান ও মালের নিরাপত্তা পায়। (তিরমিযী)

২১. **আলেম আর আবেদের মধ্যে পার্থক্য বিষয়ে ঃ**

فَقِيْهٌ وَّاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ.

অর্থ ঃ একজন ফকীহ (আলেম)কে বিভ্রান্ত করা শয়তানের পক্ষে এক হাজার আবেদ (ইবাদতকারী)কে বিভ্রান্ত করার চেয়েও কষ্টকর। (তিরমিযী)

২২. **প্রতিবেশিকে অত্যাচার করা প্রসঙ্গে ঃ**

لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَّايَأْمَنُ جَارُهٗ بَوَآئِقَهٗ.

অর্থ ঃ ঐ ব্যক্তি বেহেশতে যাবে না, যার প্রতিবেশী তার অত্যাচার হতে নিরাপদ নয়। (মুসলিম)

২৩. **ফটো ঘরে রাখা বা কুকুর পালন প্রসঙ্গে ঃ**

لَايَدْخُلُ الْمَلَآئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ اَوْ تَصَاوِيْرُ.

অর্থ ঃ ঐ ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না, যেই ঘরে কুকুর অথবা (প্রাণীর) ফটো থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

২৪. **ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে আহার দানের ফযীলত বিষয়ে ঃ**

اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ اَنْ تُشْبِعَ كَبِدًا جَآئِعًا.

অর্থ ঃ ক্ষুধার্ত অন্তরকে তৃপ্তি প্রদান করা সমস্ত দানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ দান। (বাইহাকী)

২৫. **দান করা আর গ্রহণ করার মধ্যে পার্থক্য সংক্রান্ত ঃ**

اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى.

অর্থ ঃ দানকারীর হাত গ্রহণকারীর হাত হতে উত্তম। (বুখারী)

২৬. **মুনাফিকের আলামত বা চিহ্ন প্রসঙ্গে ঃ**

اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلٰثٌ. اِذَا حَدَّثَ كَذِبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اُئْتُمِنَ خَانَ.

অর্থ ঃ মুনাফিকের আলামত (চিহ্ন) তিনটি ঃ মিথ্যা কথা বলা, ওয়াদা ভঙ্গ করা ও আমানতের খেয়ানত করা। (বুখারী)

২৭. **"প্রকৃত মুসলমান কে" এ বিষয়ে ঃ**

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ.

অর্থ ঃ প্রকৃত মুসলমান ঐ ব্যক্তি, যার হাত ও মুখের অপব্যবহার থেকে অন্য মুসলমান শান্তি পায়। (তিরমিযী)

২৮. **কিয়ামতের দিন নামাযের হিসাব সংক্রান্ত ঃ**

اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلٰوةُ.

অর্থ ঃ কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার নামাযের হিসাব হবে। (তিবরানী)

২৯. **কবরে ও মাজারে সাজদা বা অতি ভক্তি প্রদর্শন হারাম সংক্রান্ত ঃ**

لَاتَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ.

অর্থ ঃ কবরে বা কবরবাসীকে সাজদা করো না। (মুসলিম)

৩০. **যাকাত আদায় না করার শাস্তি প্রসঙ্গে ঃ**

مَا مِنْ رَّجُلٍ لَّا يُوَدِّىْ زَكٰوةَ مَالِهٖ اِلَّا جَعَلَ اللّٰهُ فِىْ عُنُقِهٖ شُجَاعًا اَقْرَعَ.

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি নিজের মালের যাকাত দিবে না আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন ঐ মালকে প্রকান্ড বিষধর সাপ বানিয়ে তার গলায় ঝুলিয়ে দিবেন। (তিরমিযী ও নাসায়ী)

৩১. **হালালভাবে ব্যবসা করার ফযীলত প্রসঙ্গে ঃ**

اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ.

অর্থ ঃ সত্যবাদী আমানতদার ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন নবীগণ, সিদ্দীকগণ ও শহীদগণের সঙ্গে থাকবেন। (তিরমিযী)

৩২. **নবীর প্রতি দুরূদ পড়া প্রসঙ্গে ঃ**

مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا.

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আমি (মুহাম্মদ) এর উপর একবার দুরূদ পড়বে আল্লাহ তাআলা তার উপর দশবার রহমত নাযিল করবেন। (মিশকাত)

৩৩. **ইখলাসের সাথে (কেবল আল্লাহর জন্যই) আমল করা বিষয়ে ঃ**

اَخْلِصْ دِيْنَكَ يَكْفِيْكَ الْعَمَلُ الْقَلِيْلُ.

অর্থ ঃ তোমার দ্বীনকে খাঁটি কর। কেননা, ইখলাসের সাথে অল্প আমলই তোমার নাজাতের জন্য যথেষ্ট হবে। (তারগীব)

৩৪. "দান-খয়রাত বা সদকা আল্লাহর রাগকে কমিয়ে দেয়- এ প্রসঙ্গে ঃ

اِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيْتَةَ السُّوْءِ .

অর্থ ঃ নিশ্চয় সদাকাহ আল্লাহ তাআলার গোস্বাকে ঠান্ডা করে এবং অপমৃত্যু রোধ করে। (তিরমিযী)

৩৫. মসজিদ বানানোর ফযীলত সংক্রান্ত ঃ

مَنْ بَنٰى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَنَى اللّٰهُ لَهٗ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ.

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মাসজিদ তৈরী করবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৩৬. মিসওয়াক ব্যবহারের ফযীলত সংক্রান্ত ঃ

اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِّلْفَمِ وَمَرْضَاةٌ لِّلرَّبِّ .

অর্থ ঃ মিসওয়াক মুখের জন্য পরিচ্ছন্নতা এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির মাধ্যম। (বুখারী)

৩৭. ইলমে দ্বীন শিক্ষার ফযীলত বিষয়ে ঃ

مَجْلِسُ فِقْهٍ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةً .

অর্থ ঃ কিছুক্ষণ সময় ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা ষাট (৬০) বৎসর সময়ের ইবাদত হতে উত্তম। (মিশকাত)

৩৮. কবর জান্নাতের বাগান অথবা জাহান্নামের গর্ত প্রসঙ্গে ঃ

اِنَّ الْقُبُوْرَ رَوْضَةٌ مِّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ اَوْ حُفْرَةٌ مِّنْ حُفَرِ النَّارِ .

অর্থ ঃ কবর হয়তো জান্নাতের বাগান হবে অথবা জাহান্নামের গর্ত হবে। (তিরমিযী)

৩৯. কবরের তিনটি প্রশ্ন প্রসঙ্গে ঃ

مَنْ رَّبُّكَ وَ مَا دِيْنُكَ وَمَنْ نَّبِيُّكَ ؟

অর্থ ঃ তোমার রব কে, তোমার ধর্ম কী এবং তোমার নবী কে ? (আবু দাউদ)

৪০. কিয়ামতের দিবসের চারটি প্রশ্ন প্রসঙ্গে ঃ

مَا تَزَالُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُسْأَلَ عَنْ اَرْبَعٍ : عَنْ عُمُرِهٖ فِيْمَ اَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهٖ فِيْمَ اَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِهٖ مِنْ اَيْنَ اِكْتَسَبَهٗ وَفِيْمَ اَنْفَقَهٗ وَعَنْ عِلْمِهٖ مَاذَا عَمِلَ فِيْهِ .

অর্থ ঃ কিয়ামতের দিন চারটি প্রশ্নের জিজ্ঞাসাবাদ না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তি নিজ জায়গা হতে আপন পা বিন্দুমাত্র সরাতে পারবে না- (১) জীবন কোন কাজে শেষ করেছ ? (২) যৌবন কী কাজে ব্যয় করেছ ? (৩) ধন-সম্পদ কিভাবে উপার্জন করেছিলে এবং কি কি কাজে খরচ করেছিলে? (৪) স্বীয় ইলমের উপর কতটুকু আমল করেছিলে ? (তারগীব)

পরীক্ষার প্রশ্ন

কাসেমী কুরআন শিক্ষা একাডেমি

শ্রেণী ঃ নূরানী (মকতব)

বিষয় ঃ **তাজবীদ ও দ্বীনিয়াত**

নমুনা প্রশ্নপত্র

সময় ঃ ১ ঘন্টা পূর্ণমান ঃ ১০০

নূরানী কায়দা (তাজবীদ) নম্বর- ৫০

১। দেখে দেখে পড় ঃ ১০×১=১০

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ	فَانْصَبْ	ذَا مَتْرَبَةٍ	وَالشَّمْسِ	وَمَا اَدْرٰكَ
وَالْعٰدِيٰتِ	نَصْرُ اللّٰهِ	اَعْطَيْنٰكَ	وَالْفَجْرِ	وَالتِّيْنِ

২। নিচের যে কোন ২টি বাক্য তাজবীদ অনুসারে সুন্দর করে পাঠ কর ঃ ২×৫=১০

(১) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ○ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

(২) رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○

(৩) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ ○ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ○ مِنْ وَّرَآئِهِمْ ○ حُدُوْدُ اللّٰهِ ○ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ ○

৩। এক কথায় উত্তর দাও। ৫×১=৫

ক) আরবি হরফ কয়টি ও মাখরাজ কয়টি ? খ) ৩ আলিফ মাদ কয় প্রকার ? গ) ৩ নং মাখরাজটি বল।

ঘ) ১ আলিফ মাদ কয় প্রকার ? ঙ) ২ নং মাখরাজের হরফ কি কি ?

৪। যে কোন ৩টি প্রশ্নের উত্তর দাও। ৫×৩=১৫

ক) মাদ্দে লীন কাকে বলে ? খ) মাদ্দে মুনফাসিল কাকে বলে ? গ) মাদ্দে মোত্তাসিল কাকে বলে ?

ঘ) ইদগামে বেলা গুন্নার হরফ কয়টি ও কি কি ? ঙ) ইযহার কাকে বলে ? ইযহারের হরফ কয়টি ও কি কি ?

৫। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও (যে কোন ২টি) ঃ ২×২.৫=৫

ক) ১ নং মাখরাজটি কি ? উদাহরণসহ বল। খ) ইখফার হরফ কয়টি ও কি কি ? গ) ১৫ নং মাখরাজটি সুন্দর করে বল।

৬। শূন্যস্থান পূরণ কর। ৫×১=৫

ক) নাকের বাঁশি হতে _____ উচ্চারিত হয়। খ) জিব্বার আগা তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে _____ ।

গ) খাড়া যবর খাড়া যের ও _____ হলে ১ আলিফ টেনে পড়তে হয়। ঘ) ইদগামে বা গুন্নাহ ও _____ ।

ঙ) মীম সাকিনের বামে ب م ব্যতীত _____ আসলে গুন্নাহ ছাড়া স্পষ্ট করে পড়তে হয়।

দ্বীনিয়াত (মাসআলা, দোআ ও হাদীস) নম্বর- ৫০

১। এক কথায় উত্তর দাও। ৫×১=৫

ক) ইস্তিঞ্জার সময় কয়টি কাজ করা সুন্নাত? খ) অযুতে কয় ফরয ? গ) টয়লেট থেকে কোন পা দিয়ে বের হওয়া সুন্নত?

ঘ) কয় জিনিস নিয়ে ইস্তিঞ্জায় যাওয়া নিষেধ ? ঙ) কুরআনের আয়াত নিয়ে টয়লেটে যাওয়া সুন্নাত না নিষেধ ?

২। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও। ৪×৩=১২

ক) আয়নায় মুখ দেখার সময় পড়তে হয়? খ) ঘুমাবার সময় কী পড়তে হয়? গ) দাওয়াত খেয়ে কী পড়তে হয়?

ঘ) দুধ পান করার পর কী দোআ পড়তে হয়?

৩। রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর দাও। (যে কোন ৪টি) ৪×৬=২৪

ক) অযুতে কয় ফরয ও কি কি ? খ) অযু ভঙ্গের কারণ কয়টি ও কি কি ?

গ) নামাযের ভিতরে ফরয কয়টি ও কি কি ? ঘ) কি কি জিনিস নিয়ে ইস্তিঞ্জায় যাওয়া নিষেধ ?

ঙ) ইস্তিঞ্জার সময় কয়টি কাজ করা সুন্নাত এবং সেগুলো কি কি ? চ) অযুর তরীকা ১৬টি। তুমি প্রথম ৫টি বল।

৪। নিচের ২টি প্রশ্নের উত্তর দাও। ২×৫=১০

ক) যে কোন ৫টি হাদীস মুখস্থ বল। খ) তাশাহহুদ সুন্দর করে মুখস্থ বল। গ) সূরা মাউন মুখস্থ বল।

-ঃ দৃষ্টি আকর্ষন ঃ-

- নূরানী ও নাদিয়ার মুআল্লিমগণ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এ কিতাবের মাধ্যমে অতি সহজেই তাজবীদের কাওয়ায়েদ (নিয়ম-কানুন) মুখস্থ ও মাশ্‌ক করাতে পারবেন।
- স্কুল/কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা এবং তাবলীগের সাথীরা এ কিতাব সহজে পড়তে ও বুঝতে পারবেন এবং এর দ্বারা সল্প সময়ে সহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন শরীফ শিক্ষা করতে পারবেন, ইনশা আল্লাহ।
- **১ম মুদ্রণ- ২০১০, ২য় মুদ্রণ- ২০১৪, ৩য় মুদ্রণ- ২০১৫ এবং ৪র্থ মুদ্রণ- ২০২০।**

হে আল্লাহ ! অধমের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন ।

حقوق الطبع محفوظة للناشي:- مفتي سيف الله قاسمي

যোগাযোগ ঃ ০১৭১৫৩৭৩৫০২, ০১৯১৬৪১৮২১৬
Skype: muftisaifullah79
G-mail:saifullah01715@gmail.com
Website: www.quranlearnbd.blogspot.com